বামাবোধিনী পত্রিকা

১০৫ সংখ্যা বৈশাখ — ১১৬ সংখ্যা

বঙ্গাব্দ ১২৭৭। ৮ম ভাগ

এই সকল আলোচনা অতিশয় আনন্দজনক। এক এক প্রকার জন্তুর
একটী বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতে তত্তৎ জন্তুসম্বন্ধে আমাদিগের
বিশেষ বিশেষ কৌতূহল জন্মে, এবং সেই কৌতূহলের বশম্বদ হইয়া
মরা যত জানিবার চেষ্টা করি, ততই নব নব বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতে
ক। আমরা এই অনুসন্ধান দ্বারা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি যে,
স্রষ্টা পৃথিবীর যে অংশে যে জাতীয় জীবের সংস্থাপন করিয়াছেন,
ারা সেই সেই স্থানেরই নিতান্ত উপযুক্ত, স্থানান্তর হইলে তাহাদের
ভঙ্গ ও প্রাণপর্য্যন্ত বিয়োগ হইতে পারে। আমরা আরো দেখিতে
যে, সেই ভূতভাবন ভগবান জীবকুল রক্ষার্থে অনির্ব্বচনীয় করুণা-
কারে দুর্দ্দান্ত ও ভীষণস্বভাব পশুদিগের সংখ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা
নক অল্প করিয়াছেন, ও যেখানে মানবাদির সমাগমের কোন সম্ভাবনা
ই, এমন ভয়ঙ্কর গহন কাননে বা নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে তাহাদের বাস-
ন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

চতুষ্পাদ জন্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া, পরে পরম শোভাকর সুমধুর
নিদান শান্তস্বভাব পক্ষিজাতির বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত।
থমে পক্ষিজাতির প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলেই
নিতে পারা যায় যে, সচরাচর যে সকল পক্ষী বিবিধ মনোহর বর্ণে
ভূষিত, প্রায় তাহাদের সুমধুর স্বর শ্রবণ করা যায় না; আর যাহারা
যষ্ট স্বরে গান করিতে পারে, তাহাদের স্বরূপ দৃষ্ট হয় না। ভি
ন জাতীয় শুক-পক্ষিদিগের ও শিখিকুলের নানা প্রকার সুন্দর বর্ণ
ত্যদ্ভুত শারীরিক গঠন অবলোকন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়, কি
হাদের মধুর স্বর নাই। আবার কোকিলাদি কতকগুলি পক্ষিজা
রূপ আশ্চর্য্য স্বর যে, দূর হইতে তাহাদিগের কণ্ঠবিনিঃসৃত সুল
দয় গান শ্রবণ করিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু তাহাদের মযূ
র স্বরূপ দেখা যায় না। জগৎপাতার কি অদ্ভুত কৌশল!
একটী পক্ষীকে এমনি এক একটী গুণে বিভূষিত করিয়াছে
র্শনে পরিতৃপ্ত হইতে হয়; তাহাদের অন্য কোন গুণের অন্ন
ত্তি হয় না। পক্ষিজাতির ইতিবৃত্ত শিক্ষা করিলে দেখিতে

যায় যে, জল ও স্থল এই উভয় ভূতই কি অদ্ভুত নিয়মানুসারে তা
নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি বিহগ
যেমন ভূপৃষ্ঠে অনায়াসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ অ
সলিলোপরি অতি সহজে সন্তরণ করিতে পারে। পরমেশ্বর পক্ষিগ
শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে যে রূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উ
দিবার স্থল নাই। তাহাদের যে যে অঙ্গের প্রতি বিবেচনা করিয়া দেখা
তাহাতেই তাঁহার নিরুপম শিল্প নৈপুণ্য প্রতীয়মান হয়। তাহাদি
সতত বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতে হয় বলিয়া, পরমেশ্বর তাহাদিগের
ঠিক একখানি তরণিস্বরূপ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষ দণ্ডস্বরূপ,
কর্ণস্বরূপ এবং বক্ষস্থল নৌকার পুরোভাগ স্বরূপ। শরীর ভারী হই
তাহারা আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে অসমর্থ হইবে, এই বিবেচন
তিনি তাহাদের অঙ্গ সমুদায় অত্যন্ত লঘু পদার্থে প্রস্তুত করিয়াছে
তাহাদিগকে অক্লেশে বায়ু ভেদ করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহা
মস্তকের অগ্রভাগ অস্থূল ও চঞ্চুপুট সুতীক্ষ্ণ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে
এই সকল ব্যাপারের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিলে প্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধা
মন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হয়। পরে তাহাদের চঞ্চু, পাখা ও পুচ্ছ ইত্যা
বিবিধ অঙ্গের অশেষবিধ নির্ম্মাণ-কৌশল, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রব
সংস্কার ও সুপরিষ্কৃত কুলায় নির্ম্মাণ করিবার শক্তি, শাবকগণের প্র
স্নেহ ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিলে অপার আন
গরে ভাসিতে হয়।

বিহঙ্গম জাতির একে বাহ্য শোভা দেখিলেই মোহিত হইতে হ
র তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি ও সংস্কার ঘটিত তত্ত্ব সকল জানি
লে চিত্ত যে কি পর্য্যন্ত প্রফুল্ল হয় তাহা বলা যায় না।

ক্ষিজাতির বিবরণ অবগত হইলে পর কুম্ভীর সর্পাদি সরীসৃপ জাতী
মূহের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীস্থ প্রাণীদিগে
অধিকাংশই দেখিতে মনোহর নহে, অধিকন্তু পরানিষ্টকারী, সুত
ন্ধায়ী ব্যক্তি ইহাদের তত্ত্বানুসন্ধানে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রীতিল
ভয়ঙ্কর কুম্ভীর, তীক্ষ্ণ বিষসংযুক্ত আশীবিষ, চঞ্চলস্বভাব মণ্ড

নির্ব্বিরোধ কচ্ছপ প্রভৃতি জীববর্গের বৃত্তান্ত অবগত হইলে অ
জানিতে পারি যে, যাহার শরীরে যে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম নিহিত
তাহার পক্ষে তাহাই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ও হিতকর, এমন কি
ধর্ম্ম না থাকিলে তাহার সুখে কালযাপন করার পক্ষে সম্পূর্ণ
হইত। এই শ্রেণীস্থ জীবদিগের মধ্যে যে জাতি অনিষ্টকারী,
বিশ্বপাতা সেই সেই জাতির সঙ্খ্যা অনেক ন্যূন করিয়াছেন। সর্প
অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু যখন আমরা ভাল রূপে ইহাদের অনুসন্ধা
হই, তখন অশেষ সুন্দর ও সুচিক্কণ বর্ণবিশিষ্ট উরগজাতি আ
দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। আরো দেখিতে পাই, যে অনিষ্টকারী
আছে বটে, কিন্তু অনেক জাতীয় সর্প বিনা দোষে হিংসায় প্রবৃত্ত
এবং অনেকের পক্ষে এই অপবাদ নিতান্ত অমূলক, যেহেতু তাহা
নাই। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণিগণের বিবরণ অপ্রীতিকর হইলেও ই
সৃষ্টিতে জগদীশ্বরের এত আশ্চর্য্য কৌশল বিস্তারিত আছে, যে ত
অনুসন্ধানে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার শ্রম ও আয়াস অশেষ প্রকারে সার্থ

সরীসৃপ জাতির অনুসন্ধানের পর প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার জ্ঞাতব্য
মৎস্য জাতি। এই জাতির নিবাসস্থান জল। মৎস্যদিগের জলের
ক অদ্ভুত সম্বন্ধ! অপর জীবের যে জলে শ্বাসরোধ হইয়া প্রাণবিয়ো
স্যজাতি অতলস্পর্শ গভীর সাগরগর্ব্ভে সেই জলের মধ্যে পর
যাপন করিতেছে। বিবিধ প্রকার মৎস্যজাতির শারীরিক
য়কর শরীরাভ্যন্তরস্থিত বায়ুকোষাদি নানা প্রকার যন্ত্র কি প
প যথোপযুক্ত স্থানে নিয়োজিত হইয়াছে! অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য অণ্ড
য়ম কি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার এই সকল আলোচনাতে
উপস্থিত হয়। মৎস্যগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া সাগর, নদী বা সে
তীরে উপনীত হয় ও মধ্যে মধ্যে মস্তকোত্তলন করিয়া উপরের ব
হইতে বায়ুগ্রহণ করে, বা আহারের দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণা
করিয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে দেখিতে কি ম
মৎস্যের শারীরিক শোভা অতি চমৎকার! কোন কোন জাতি
এরূপ সুন্দর বর্ণে আবৃত যে তাহা যত বার দেখা যায়, তত বা

বাধ হইতে থাকে ও দেখিবার জন্য প্রতি বারই নয়নদ্বয়ের
নুরাগ উপস্থিত হয়। তাহাদিগের শারীরিক সৌন্দর্য্যই যদি এত
হইল, তবে তাহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে
আমাদিগের চিত্ত যে কি অপরিসীম আনন্দের আধার হয়, তাহা
নীয়।

ঙ্গ জাতির জ্ঞানলাভ সমাপ্ত হইলে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তা পতঙ্গ ও
াতি সম্বন্ধীয় অসীম বিস্তারিত জ্ঞান সাগরতটে উপনীত হন।
হস্র বৎসর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অশেষ আয়াস ও শ্রমসহকারে
চিত্তে এই বিষয়ের অভ্যাস ও আলোচনা করিয়া ইহার শেষ করিতে
নাই। কিন্তু সাধ্যমতে যত দূর জানা যাইতে পারা যায়, মনো-
পূর্ব্বক তাহা জানিতে চেষ্টা করিলে বিশ্বপতির অসীম কৌশলের
সহস্র নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
তাহার প্রত্যেক পত্র কোন না কোন পতঙ্গজাতিতে পরিপূর্ণ আছে,
বৃক্ষ ও পত্রে তাহারা যুগপৎ বাসস্থান ও ভক্ষ্য দ্রব্য লাভ করে।
দের অধিকাংশকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে দর্শন করিতে পারা
া। ইহাদের সকল জাতিই অণ্ডজ। অনেকানেক পতঙ্গজাতি শরী
পূর্ণাবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ কর
াতি জন্মাবধি পূর্ণাবস্থা পর্য্যন্ত এত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উ
সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার এক একটী কীট একত্রে সংগ্রহ ক
ন করিলে কোন ক্রমেই তাহাদিগকে একজাতীয় বলিয়া বি
। পতঙ্গজাতির বাহ্য শোভা যে কত রূপ তাহা বলা যায়
কোন পতঙ্গজাতি দিবাভাগে প্রভাহীন সামান্য মক্ষিকা বা কীটে
ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু নিশাকালে উজ্জ্বল দীপের ন্যায়
ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে বা বৃক্ষোপরি জগৎপাতার কৌশল কথা
করিয়া থাকে। আবার কোন কোন পতঙ্গ জাতি নানা বর্ণে ভূষিত
ৃত কাচের ন্যায় মনোহর শোভা-বিশিষ্ট; ও কোন জাতি
স্বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট; ইহাদের অশেষবিধ বাহ্য শোভা
অবাক্ হইতে হয়। আবার ইহাদের শরীরাভ্যন্তরের কৌশল যত

জানা যায়, ততই আমাদের জ্ঞাননয়ন বিস্ফারিত ও আনন্দপ্রবাহ
হইতে থাকে। পতঙ্গজাতির ন্যায় কীট জাতিরাও পৃথিবীর সকল
ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহারা মরুভূমিস্থিত অসঙ্খ্য বালুকাকণ্যা
আমাদের পানীয় জল, আহারদ্রব্য ও অবনীমণ্ডলের সকল অংশেই
হইয়া বাস করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহারা চক্ষুর অগোচর য
নাস্তি ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও বিশালাকৃতি পশুদিগের ন্যায় জীবনের ন
সুখভোগে অধিকারী। বিশ্বস্রষ্টা পরমাশ্চর্য্য কৌশলসহকারে ত
শরীর ও বিভিন্ন প্রকার অঙ্গের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, বিবিধ বৃত্তি
করিয়া তাহাদিগকে বহুবিধ ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, স্ত্রী ও
সহযোগে তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধিরও আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়া দিয়া
কীট ও পতঙ্গ জাতি অবলোকন করিলে কাহার মনে সেই বিশ্ব
মহিমা জাজ্বল্যতর রূপে প্রতিভাত ও তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত না য়

কীট পতঙ্গ জাতির পর শঙ্খ, শম্বূক ও ঝিণুকাদি সাগর গর্ভস্থিত ক
ত্বকবিশিষ্ট অদ্ভুত প্রাণীর ইতিহাসে প্রাকৃতিক ইতিবেত্তার মন আ
র্ষণ করে। জগদীশ্বর তাহাদের গাত্রাবরণের সুদৃঢ় ত্বকে যে কি
শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কোন
জাতির উপরিস্থিত ত্বক এরূপ স্বচ্ছ ও বিবিধ মনোহর উজ্জ্বল বর্ণে শোভি
যে তাহাতে দ্রষ্টা অনায়াসে নিজের প্রতিরূপ দর্শন করিতে পারেন।
শ্রেণীস্থ প্রাণীদের মধ্যে কোন কোন জাতি একবারে নিশ্চলস্ব
তাহারা সকলেই একস্থানে এরূপ একভাবে অবস্থিতি করে, যে কোন
তাহাদিগকে সজীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু জগৎপাতা
আশ্চর্য্য কৌশল! তাহারা সেই ত্বকের মধ্যে থাকিয়াও আপন আপন
ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছে। ত্বক্‌টী
দের আবাসস্থান ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রের কার্য্য করে। এই ত্বগভ্যন্তর
বিভিন্ন প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্ম্মাণ কৌশল, জীবনক্রিয়া সম্পা
পরমাদ্ভুত নিয়ম প্রভৃতি যত প্রকার নিগূঢ়-তত্ত্ব আছে সমুদয় অবগত হ
পারিলে আমাদিগের মনোমধ্যে জ্ঞান সমুদ্রের তরঙ্গ উথলিয়া উ
থাকে।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

সন্তুষ্টো ভার্য্যায়া ভর্ত্তা ভর্ত্তু্যা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥

পরিবারে ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তা এবং ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যা সন্তুষ্ট, সেই
র নিশ্চয় কল্যাণ হয়।

তির সহিত পত্নীর চিরজীবনের সম্বন্ধ। চিরজীবন যাঁহারা পর-
ক লইয়া থাকিবেন, তাঁহারা যদি পরস্পরকে ভাল চক্ষে না দেখেন,
লেই তাহাদিগকে অসুখে মরিতে হয় তাহার সন্দেহ কি? যে বস্তুকে
ভাল না বাসি তাহা যত আমা হইতে দূরে থাকে ততই আমার পক্ষে
এবং তাহা যত নিকটস্থ হয়, ততই আমার মনের গ্লানি বাড়িতে
। আর যাহাকে ভাল বাসি, তাহাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে, তাহার সহিত
তে অপার আনন্দ হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যে সকল পুরুষ
তি রমণী লাভ করিয়াছেন, এবং যে সকল ললনা মনোমত পতি
াছেন তাহারা সংসারে যথার্থ ভাগবান্। কিন্তু এ পৃথিবীতে এরূপ
ভাগ্য প্রায় অল্পই ঘটে। গৃহে গৃহে অন্বেষণ কর, সর্ব্বত্র দেখিবে
যোগ্য মিলন প্রায়ই হয় নাই। কত বিদ্বান পতি মূর্খ স্ত্রীকে লইয়া
খী, কত কোমল স্বভাব সাধু ধার্ম্মিক পুরুষ অসৎ প্রকৃতি ভার্য্যা লইয়া
তেন। আবার অন্য দিকে দেখ কত ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা নারী
ায়ী বেশ্যাসক্ত নরাধম স্বামীর অত্যাচারে দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসি-
ন। এরূপ বিচিত্রতা সংসারে চিরকাল আছে ও থাকিবে। এইরূপ
 প্রকৃতিই একমাত্র দুঃখের কারণ নহে, কত স্থলে সাংসারিক কামনার
তে দম্পতির হৃদয় সর্ব্বক্ষণ দগ্ধ হইতেছে। বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের
পতির ধন নাই বলিয়া তাহাকে অনাদর করেন, গুণবতী সতী কামি-
রূপলাবণ্য নাই বলিয়া স্বামী তাহাকে চক্ষুর শূল বলিয়া পরিত্যাগ
ন। আবার কত সময় কাল্পনিক কারণে পতি পত্নীর মনকে বিচ্ছিন্ন
য়া রাখে। যে পুরুষ আপনার অপেক্ষা নির্গুণ ও নির্ধন ব্যক্তির
গ্য আপনার সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠ বোধ করেন এবং যে রমণী আপনার

অপেক্ষা অল্প রূপ ও গুণ বিশিষ্ট কামিনীর স্বামিভাগ্য আপনার
উৎকৃষ্ট মনে করেন তাহাদিগের ক্ষোভের আর সীমা পরিসীমা থ
এইরূপ গুণ ভেদে, অবস্থা ভেদে, রুচি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার
যোগে স্ত্রী পুরুষের মন এরূপ অতৃপ্ত হইতে পারে যে তাহাতে
কখন কাহাকে ভাল বাসিতে পারেন আমরা সম্ভব বোধ করি না।
একাধারে সকল গুণ থাকে না এবং কুভাবে দেখিলে গুণও দোষ
বোধ হয়। এরূপ স্থলে স্বামী ও স্ত্রীতে প্রণয় কিরূপে হইতে
প্রণয় না হইলে পরিবারের বন্ধন কোথা হইতে হইবে? প্রকৃত প
বন্ধন যদি না হয়, অথচ চিরকাল এক সঙ্গে জীবন কাটাইতে হয়
অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অসন্তুষ্ট পতি ও পত্নীর
সন্ততিগণও কুশল লাভ করিতে পারে না।

তবে কি এই পৃথিবীতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অনুরাগ সঞ্চার হইবে
ঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে চির অসুখে দগ্ধ করিবার জন্য কি বিব
নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন? এরূপ কেহ মনে করিও না। দম্পতির
অবস্থা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে, অথচ তাহারা এক
হইবেন। ইহার মূলমন্ত্র পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে অভ্যাস ক
সন্তোষ বাহিরের কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, ইহা আমা
নিজের মনের ভাব এবং দয়াময় পরমেশ্বর এমন কৌশল করিয়া দিয়া
যে প্রয়োজন মতে আমরা সকল অবস্থাতেই ইহা অবলম্বন করিয়া
হইতে পারি। ধনীর পুত্র চিরকাল অট্টালিকায় শয়ন করিতেন,
দোষে তাহাকে কুটীর বাসী হইতে হইল; তিনি তখন মনকে সেই
সুখী করেন। অনেক পুত্রবতী কামিনী এক কালে পুত্রহীনা হ
তাঁহাকে আবার সেই অবস্থাতেই ধৈর্য্য ধরিয়া প্রবোধ মানিতে
যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও ধীর, তাঁহারা আপনাদের মনকে সকল অবস্থা
প্রস্তুত রাখিয়া সুখী হন, যদি অগ্রে প্রস্তুত রাখিতে না পারেন
অভ্যাস করিয়া মনের অসুখ নিবারণ করেন। যাহারা চঞ্চলপ্রকৃ
নির্ব্বোধ, তাহারা কেবল দুরাকাঙ্ক্ষা করে। আকাকাঙ্ক্ষার মত অবস্থ
না, সুতরাং তাহারা কেবলি দুঃখপায়। আমরা প্রত্যেক স্বামী

করি তাহারা এই বিষয়টী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সন্তোষ
রিবেন।

দের দেশের লোক এবং শাস্ত্রকারগণ দম্পতির সন্তুষ্ট হইবার
তা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এদেশে স্ত্রী পুরুষের প্রতি যাহাতে
ব হয় এবং কোন প্রকার কুভাব সঞ্চার হইতে না পারে, তজ্জন্য
গুলি উপায় দেখা যায়। বিবাহ কালে বরকন্যার যখন সাক্ষাৎ
তখন শুভদৃষ্টি করিবার প্রথা আছে অর্থাৎ পরস্পরকে প্রথমেই
ভাল ভাবে দেখাযায় দেখিতে চেষ্টা করা, তাহাহইলে চিরকাল
ভাব থাকিবে। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে "যদেব হৃদয়ং তব তদেব
মমং" তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক; ধনে
সুখে কেহ কাহাকে অতিক্রম করিব না ইত্যাদি বচন অতি উপা-
গাঁট ছড়া বাঁধা প্রভৃতিও কতক গুলি আচার পরস্পরের হৃদয়
পে বাঁধিবার চিহ্ন স্বরূপ। শাস্ত্রকারেরা এজন্য যে কত দূর যত্ন-
তাহা আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি-
পাঠ করিলেই বোধ হইতে পারে। তাঁহারা পতিকে যেমন স্ত্রীর
মাত্র গুরু বলিয়া আদেশ করিয়াছেন, সেইরূপ "স্ত্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু"
ণ গৃহের লক্ষ্মী এবং তাহাদের প্রতি সমাদর ও সম্মান করা নিতান্ত
ব্য বলিয়া ভুয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামি পরিত্যাগ
পতির পক্ষে পত্নীত্যাগও তেমনি দূষ্য বলিয়া দণ্ডের বিধান
ছেন।

নতঃ স্ত্রী পুরুষে একবার পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলে সেটী
র অখণ্ড নির্বন্ধ বলিয়া এদেশের লোকে যে বিশ্বাস করেন, তাহা
উচ্চ ধর্ম্ম ভাব বলিতে হইবে। এই ভাবে তাঁহারা আপনাদিগের
স্তক পাতিয়া লইয়া তদ্দ্বারা যাহাতে সুখী হইতে পারেন তাহার
করেন। কুরূপ নির্গুণ স্বামীও ভক্তি ভাজন দেবতা হন এবং
র গুণহীনা স্ত্রীও সহধর্ম্মিণী বলিয়া গৃহীত হন। অবস্থা যত অপ-
হউক না কেন আমরা যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহা অবলম্বন করি, তাহা
সুখ শান্তি ও ধর্ম্ম অবশ্যই লাভ হয়। রূপবান ধনবান্ গুণী

লোককে সকলেই আদর করে, যিনি রূপহীন দরিদ্র নির্গুণকে ভা
তাঁহাকে লইয়া সন্তোষের সহিত কালযাপন করিতে পারেন তাঁ
ভাব ও মহত্ত্ব অধিক বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

আমাদিগের দেশের স্ত্রীগণ যদি নিজের কুশল ও পরিবারে
চান, যেরূপ স্বামী পাইয়াছেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা করুন।
অত্যন্ত অধম, তাহাকে লইয়া কখনই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না, তাঁ
একথা মুখ হইতে বাহির করিতে পারেন? যে দেশে বালিকা
বৃদ্ধের, কুরূপ নির্গুণ পুরুষের সহিত রূপবতী গুণবতী কন্যার এব
নির্ধনের সহিত রাজকন্যাদিগেরও বিবাহ নিয়ম চিরপ্রথা রূপে
আসিতেছে, তথাপি যে দেশের ন্যায় পতিব্রতা নারীর দৃষ্টান্ত
দৃষ্ট হয় না, সে দেশের স্ত্রীলোকগণ যে কত দূর সহিষ্ণু ও সন্তুষ
হইতে পারেন তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ এদেশের নারীগণের ন্যায়
প্রকৃতি ধৈর্য্যশীল ক্ষমাপরায়ণ সন্তুষ্ট চিত্ত রমণী যে আর কোন
আছে এরূপ বোধ হয় না। তাহাদিগের গুণেই হিন্দুগৃহসকল
উজ্জ্বল। এদেশের নব্য রমণীগণের যদি সে স্বভাবের পরিবর্তন না হয়
পুরুষগণেরও স্ত্রীর প্রতি সেই রূপ ভাব হয়, তাহা হইলে হিন্দু পরি
ন্যায় সুখী পরিবার পৃথিবীতে বিরল হয়।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী।

হাম।

অনেক স্ত্রীলোকের এই রূপ সংস্কার যে হাম অতি সামান্য
ইহাতে কিছু মাত্র চিকিৎসার প্রয়োজন নাই। এ সংস্কার অত্য
নক। যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয় তবে বিনা ঔষধে হাম
হইতে পারে; কিন্তু কঠিন উপসর্গ হইলে হাম রোগে প্রাণ বিয়োগে
ক্ষণ সম্ভাবনা। চিকিৎসার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকাতেই পূ
সংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, ডাক্তার
হইতে কিম্বা কবিরাজদিগের নিকট হইতে যে ঔষধ আসে তা

াহা সেবন না করিলে চিকিৎসা হয় না। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসার সংজ্ঞা ও লক্ষণ অন্যরূপ প্রদান করেন। তাঁহারা ষ, যাহা ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হয় তাহাই প্রকৃত ঔষধ উপায় অবলম্বন করিলে রোগী সুস্থতা লাভ করে তাহাই প্রকৃত া। বিশুদ্ধ জল বায়ু সুনিদ্রা, এ সকলকে ঔষধ বলিয়া গণ্য করা র্ত্তব্য। মিষ্টালাপ দ্বারা রোগীর মনোরঞ্জন করাকে সুচিকিৎসা গণনা করা উচিত। সুতরাং ডাক্তার খানার ঔষধ না খাইলেই যে না হইবে না তাহা নহে। যাহাহউক হামরোগকে উপেক্ষা করা উচিত নহে।

মের লক্ষণ প্রথমে অত্যন্ত জ্বর, গাত্র বেদনা, বমনোদ্বেগ, কাহার বমনেচ্ছা হয় না। কোষ্ঠ বদ্ধ, কাহার কাহার উদরাময় হয়। কোন বালকের আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। হাম বহির্গত না জ্বর হ্রাস হয় না। জ্বরের তিন দিন পরে হাম বহির্গত হয়, কোন বালকের ৭।৮ দিন পরে বহির্গত হয়। প্রথমে কপালে দাড়িতে বহির্গত হয়, পরে অন্যান্য অঙ্গে বাহির হয়। হাম অত্যন্ত বৃদ্ধি এক একটা হামের পরিমাণ এক বুরুলের ১২ ভাগের এক ভাগ। গুলি হাম একত্রীভূত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে।

ম জ্বরকে বসন্ত জ্বর হইতে প্রভেদ করা কর্ত্তব্য। বসন্ত জ্বরে মস্তকে ও দশে অত্যন্ত বেদনাও বমনেচ্ছা হইয়া থাকে। বসন্তের গুটি যখন হয় তখন টিপিলে ছিটা গুলির ন্যায় বোধ হয়। হামের লক্ষণ ল্লেখ করা হইয়াছে। উপসর্গ। শ্বাসবদ্ধকাশ (ক্রুপ্), আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, রক্তাধিক্য, উদরাময় ইত্যাদি। ইহার একটীও সামান্য নহে।

জ্বর অনুভব হইলে জ্বর রোগের ঔষধ প্রদান করিবে না। হাম হইবার পূর্ব্বে জ্বর ত্যাগ হইলে বালক নানা পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ম প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। হাম বাহির হইতে বিলম্ব হইলে শরীর শুষ্ক বোধ হইলে গরম জল দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিবে এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গাত্র মুছাইবে, নতুবা গাত্রে জল বসিয়া কাশ বে। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পিরাণ দ্বারা গাত্র আবৃত রাখিবে।

হাম বাহির হইলে পরও যদি জ্বর কিম্বা অন্য পীড়া থাকে ডাক্তার আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইবে। অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে শীতল জল কিম্বা বরফ জল আশ মিঠাইয়া খাইতে দিবে। চক্ষু লাল হইলে এবং এলো মেলো বুকনি, কিম্বা আক্ষেপ থাকিলে মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বদা বরফ দ্বারা কিম্বা সির্কা জল দ্বারা মস্তক আর্দ্র রাখিবে এবং যাহাতে কোষ্ট পরিষ্কার থাকে তাহার চেষ্টা করিবে ও বলকারক ঔষধ ও পথ্য দিবে। মাংসের জুস অত্যন্ত উপকারী। শ্বাস বদ্ধ কাশ হইলে ঐ রোগের চিকিৎসায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে সেইরূপ করিবে।

এইকথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, হাম বহির্গত না হইলে অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা। শরীরের গ্লানি বাহির করিবার জন্য পরমেশ্বর হাম রোগের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার।

১৭৫৭ অব্দের ২৩ এ জুন ইংরেজদের অতি স্মরণীয় দিন। সেইদিন পলাসীর যুদ্ধে ইংরেজেরা বাঙ্গলার নবাব সেরাজুদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়া এদেশের প্রকৃত অধীশ্বর হন। কিন্তু তাঁহারা অতি চাপা লোক, যতদূর বাহিরে ভদ্রতা রক্ষা হয় তাহাতে কখন ক্রুটী করেন না। তাঁহারা নবাবের সেনাপতি মির্জাফরকে নবাব করিবেন বলিয়াছিলেন, ফলেও তাহা করিলেন। এদেশে একবৎসর পূর্ব্বে ইংরেজদিগের কি অবস্থা ছিল এবং এখন কি হইল ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ১৭৫৬ অব্দের জুন মাসে কলিকাতা লুণ্ঠিত ও ভস্মসাৎ হয়, তাহার ইউরোপীয় অধিবাসীরা হত হয় এবং বাঙ্গলাতে কোম্পানীর অধিকার সমূলে ধ্বংস হয়। ১৭৫৭ অব্দের জুন মাসে ইংরাজেরা রাজধানী পুনরায় অধিকার করিলেন, তাঁহাদের ইউরোপীয় বিপক্ষদিগকে নিঃশেষ করিলেন এবং আড়াই কোটী লোকের বাসস্থল বাঙ্গলা মুলুকে স্বপক্ষ একব্যক্তিকে সুবাদার করিলেন। যাহাহউক আপাতত তাঁহারা রাজা নাম লইলেন না, কেবল ক্ষতি পূরণ স্বরূপ পূর্ব্বে যে ২ কোটী ২০ লক্ষ টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মির্জাফরের

নামে রাজত্ব চলিতে লাগিল, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে সাহায্যদান করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক সকল ক্ষমতা তাঁহাদের মুঠার মধ্যে ছিল। ১৭৬০ অব্দে মির্জাফরকে শাসনে অক্ষম দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাহার জামাতা মির কাসিমকে নবাব করিলেন। মির কাসিম পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানিকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম এবং বর্দ্ধমান এই তিন জেলা দান করিলেন, সমুদয় বাঙ্গলার যত রাজস্ব এই কয় জেলায় তাহার তৃতীয় অংশ ইংরেজদের হস্তগত হইল। মির কাসিম অতি ক্ষমতাবান্ ও তেজীয়ান ছিলেন। কোম্পানি বিনা মাসুলে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী রপ্তানী করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাহাদের কর্ম্মচারী ইংরেজেরা সেই সুযোগে আপনারা ফাঁকি দিয়া বাণিজ্য করিতেন। মির কাসিম এই অন্যায় ব্যবহার নিবারণ করিতে গিয়া ইংরেজদের কোপে পড়িলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। নবাব নানা স্থানে হারিয়া শেষে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজেরা বৃদ্ধ মির্জাফরকে আবার সিংহাসনে বসাইলেন এবং ঠিক্ অনুগত হইয়া চলিবেন স্বীকার করাইয়া লইলেন। তিমধ্যে মির কাসিম আউডের নবাব সুজা উদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। নি দিল্লীর সম্রাটের উজীর অথব প্রধান মন্ত্রী। ১৭৬৪ অব্দের অক্টোবর াসে বক্সারে একটী যুদ্ধ হয়। তাহাতে আউডের নবাব, বাদসাহ এবং মির্ কাশিম তিন জনেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইলেন। নবাব উজীর তৎপরে কাল্পীর যুদ্ধেও হারিয়া যান। উজীর দিল্লীশ্বর অপেক্ষাও ক্ষমতাবান্ ছিলেন, এই দুই যুদ্ধে ইংরেজেরা তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। সম্রাট স্বয়ং তাঁহাদিগের শিবিরে গিয়া আপনাকে পদস্থ রাখিবার প্রার্থনা করিলেন। ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট আলাহাবাদে ক্লাইবের সহিত বাদসাহ সা আলমের এক সন্ধিপত্র হইল, তাহাতে সম্রাট দিল্লী ছাড়া করা ও এলাহাবাদের অধিকার পাইলেন এবং ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব পাইবেন এই নিয়মে ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ, বেহার ও উড়িষ্যা ইজারা দিলেন। তৎকালে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতা থাকুক না থাকুক, তাঁহার নন্দ ব্যতীত ভারতবর্ষে কাহার কোন স্বত্ব গ্রাহ্য হইত না। ইংরাজেরা এই স্বত্ব পাইয়া ন্যায়মতে ভারতবর্ষের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। উজীর

সুজার সহিতও সন্ধি হইল এবং তিনি পুনরায় আউড লাভ করিলেন। এখন পশ্চিমে মারহাট্টাগণ এবং দক্ষিণে মহীস্থরের রাজা হাইডার ভিন্ন ভারতের মধ্যে ইংরেজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ রহিল না।

এদিকে ১৭৬৫ অব্দে নবাব মির্জাফরের মৃত্যু হইল। কলিকাতার কৌন্সেল সভা তাঁহার পুত্র নাজিম উদ্দৌলাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কিন্তু শাসনের মূল ক্ষমতা সকল স্বহস্তে রাখিলেন। কিছুদিন মধ্যে ইংরেজেরা দেখিলেন সময় হইয়াছে। তখন তাঁহারা নবাবের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সমুদয় শাসন ভার স্বহস্তে লইয়া মুরসিদাবাদের পরিবর্ত্তে কলিকাতাকেই রাজধানী করিলেন। কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিবার ফল এত দিনে ফলিল।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১০৪ সংখ্যা ৩৬৬ পৃষ্ঠার পর।)

কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় জানিবার প্রধান উপায় এই—যে ব্যবহার দ্বারা উভয়ের মনে সন্তোষ হয় তাহাই কর্ত্তব্য। জগদীশ্বরের নিয়ম এই যে সৎকর্ম্ম করিলেই হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয় এবং যাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা যায়, তিনিও প্রীতিলাভ করেন। অসৎকর্ম্মের কল্পনা করিলে মনে ভয় হয়; কর্ম্ম সম্পাদন করিলে অশেষ বিধ অনুতাপ হয়; অপরের নিকট প্রকাশিত হইলে লজ্জাবোধ হয়; এবং যাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করা যায় তাহার অনুপকার ও মনের কষ্ট হয়। জগতের মঙ্গলই জগদীশ্বরের নিয়ম সমুদায়ের উদ্দেশ্য, সেই মঙ্গল সাধনে যাহাতে বিঘ্ন হয় তাহাই তাঁহার নিয়মবিরুদ্ধ এবং তাহাই অকার্য্য। কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা এই রূপ সহজ, তথাপি নানাবিধ ভ্রমবশতঃ সেই বিবেচনার দোষ জন্মে এবং অনেক কষ্টেও অনেকের কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে চৈতন্য হয় না। এই জন্যই এত শাস্ত্র ও এতগ্রন্থ।

কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ রূপ বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে গৃহী ব্যক্তির নিজের চরিত্র ও কর্ত্তব্য বিষয়ক কতক গুলি

সামান্য হিতোপদেশ শিক্ষা করা এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মনুষ্য স্বভাবতঃ যে রূপ হীনশক্তি, তাহাতে তিনি নিজের বলবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এই জন্য শাস্ত্রে বলে,

দৈবোপি ভাবয়েৎ পশ্চাৎ মানুষোপি নসংশয়ঃ।
অন্যোন্যভাবনা কার্য্যা সস্তেয়ী যোন ভাবয়েৎ॥

অগ্রে দেবচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা, পশ্চাৎ পুরুষকার চিন্তা অর্থাৎ আত্ম চেষ্টা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। উক্ত পর্য্যায়ক্রমে এই দুইচিন্তা যে ভাবনা না করে, তাহাকে শাস্ত্রকারেরা স্তেয়ী পুরুষ অর্থাৎ চোর কহিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ ঈশ্বরে মতি না থাকিলে লোকের চিত্ত স্থির থাকে না এবং কি ভাল, কি মন্দ বুঝিতে পারে না। জগদীশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে এইটি মনে করিয়া দৈবচিন্তা করিবে, এবং মনুষ্যের উদ্যোগ ব্যতীত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না এই রূপ মনে করিয়া পুরুষকার চিন্তা করিবে। সকল ধর্ম্মের মূল এই যে ঈশ্বরে প্রীতি কর ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর।

প্রেম তরু পুষ্পে সুখ সুধার সঞ্চার।
চয়ন করিতে তাহা হও শুদ্ধাচার।
আত্মা সহ প্রেম জেন পুষ্প সচন্দন।
পরমেশ পদে নিত্য কর সমপণ॥
সে চরণামৃত নিত্য যেবা করে পান।
নিখিল সন্তাপে সেই পায় পরিত্রাণ॥
হৃদয় উদ্যানে যার সে পুষ্প বিকাসে।
অলি সম সব সুখ ভ্রমে তার পাশে॥

সত্য এবং দয়া সকলের প্রধান ধর্ম্ম। সত্যবচন, অঙ্গীকার প্রতিপালন, ও অকপট ব্যবহারকে সত্যাচরণ কহাযায়।

বাক্‌চৈব মধুরশ্লক্ষ্ণা হৃদি হালাহলং বিষং।
বদত্যন্যং করোত্যন্যং দ্বাবেতৌ বিষমৌ স্মৃতৌ॥

অন্তরে গরল মুখে মধুর বচন।
বলে এক করে আর বিষম ছুজন॥

পরোপকার, বিনয়, সর্ব্বজীবে সমভাব, পরনিন্দা বর্জ্জন, ক্ষমা, ইত্যাদি প্রধান প্রধান গুণ সমুদয়ই দয়ার অন্তর্গত। সত্য এবং দয়া এই দুই মূল ধর্ম্ম স্থির করিয়া গৃহীব্যক্তি সংসারধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবেন।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ংজিতং॥

ব্রতমত নিষ্ঠাসহ সত্যের পালন।
করে সদা দীনপ্রতি দয়া আচরণ।
কাম ক্রোধে নিজবশে রাখে যে নিশ্চয়।
লোকে মানে তার সিদ্ধ ত্রিলোক বিজয়॥

সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

সত্যকথা হিতকর প্রিয় যদি হয়।
মৃদুভাবে কহিবেন সুধীর নিশ্চয়॥
নিজের প্রশংসা কিম্বা পরের নিন্দন।
সাবধানে করিবেন সর্ব্বদা বর্জ্জন॥

সর্ব্বেষাঞ্চৈব নিন্দাঞ্চ মনসাপি বিবর্জ্জয়েৎ।
যঃকুর্য্যাৎ সো হধমো পাপো নিন্দিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

লোকের নিন্দায় স্থান নাহি দিবে মনে।
অধম নিন্দিত পাপী পরছিদ্র গণে॥

যড়্ গুণালঙ্কতে সাধৌ দোযান্ মৃষয়তে খলঃ।
বনে পুষ্পসমাকীর্ণে শলভঃ কণ্টকানি চ॥

নানা গুণে গুণী যদি হয় সাধুজন।
খল তার করে তবু দোষ অন্বেষণ॥
নানা পুষ্পে বিভূষিত বনের ভিতরে।
শলভ কণ্টক মাত্র অন্বেষণ করে॥

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্রচ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥

ইহপর কালে হিত হয় প্রাণিগণে॥
এমন আচরে সাধু বাক্য কায় মনে।

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারপরীতাত্মা প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি॥

আচার পরম ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
হীনাচারে কোন কালে নাহি শুভোদয়॥

শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিং তথান্তরং॥

বাহিরের অন্তরের শৌচ দ্বিপ্রকার।
মৃত্তিকা জলেতে হয় বাহ্যশৌচাচার॥
ভাবশুদ্ধি দ্বারা হয় নির্ম্মল হৃদয়।
অভ্যন্তর শৌচ তাহে বুধগণে কয়॥

সামান্যতঃ যে সকল হিতোপদেশ বাক্য উল্লিখিত হইল, তাহাতে গৃহস্থ ও গৃহিণী উভয়েরই মনোযোগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু স্ত্রীজাতির একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, সেটি তাহাদের রসনা। নারীমাত্রেরই রসনাটী প্রায় মিষ্ট বটে, কিন্তু বড় চঞ্চল; উহাকে বশে রাখিতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। নবোঢ়া বধূদিগের কথা যেমন কর্ণগোচর হয়না, তেমনি অল্পকালমধ্যেই তাঁহারা বহুভাষিণী হইয়া পড়েন। অনেকস্থলে যেখানে গৃহকর্ম্ম অধিক নহে অথবা সমস্ত কর্ম্ম করিতে না হয়, অর্থাৎ যে কোন কারণ বশতঃই হউক, যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অবকাশ অধিক থাকে, সেখানে প্রায় নিশ্চয় দেখাযায়, যে তাহাদিগের কথোপকথনের বিষয় আত্মাভিমানপ্রকাশ ও পরনিন্দা। এটি তাহাদিগের স্বভাবের দোষ বলা যাইতে পারে না, ইহা তাহাদিগের শিক্ষা ও অভ্যাসেরই দোষ। অদ্যাপিও প্রতিসংসারেই শিক্ষিতা অপেক্ষা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের

সংখ্যা অনেক অধিক; সুতরাং তাহাদের কথোপকথন বিদ্যানুরাগী লোকের মনোগত হওয়া সম্ভব নহে। সেই সকল কথোপকথন কালে তাহাদিগের মনের হানি ব্যতীত উন্নতি হইতে পারে না। অতএব কর্ম্মের আধিক্য বা যে কোন প্রকারেই হউক, তাহাদের এরূপ কথোপকথনের জন্য যত অল্প সময় থাকে ততই ভাল। তাহাদের অধিক কথাই সংসারের অনেক কলহের মূল। রসনার উপর তাহাদের শাসন না থাকাতে স্বভাবতঃই মিথ্যাকথার বা পরনিন্দার সূত্রপাত হয়, এবং কথা এক বার উক্তদোষে দূষিত হইলে তাহার প্রবাহের আর সীমা থাকে না। কথাতেই কথা বাড়ে; এবং যেমন ঢিলটী ছুড়িলে আর আপনার বশ নহে,তেমনি কথাও কহিলে আর গিলিবার নহে, অতএব কথার দোষেই অশেষ অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক মনে পাপ না থাকিলে, কথায় পাপ থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু নির্ম্মল মন কাহার কাছে? যে পরিমাণে লোকের মনে পাপ থাকে, সেই পরিমাণে যদি কথাও দূষিত হয়, তাহা হইলে সংসারে এক দণ্ডের নিমিত্তও শান্তি প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু সেরূপ যে ঘটে না তাহার কারণ কেবল সকল সময়ে রসনা অন্তরের গরলকে কথা দ্বারা প্রকাশ করে না, অন্তরের গরল অন্তরেই থাকে। যদিও কথায় এক প্রকার ও কার্য্যে অন্য প্রকার হওয়া নিতান্ত গর্হিত; তথাপি যে সকল কথায় হলাহল বর্ষণ হইয়া সংসারের শান্তি নাশ করে, সে কথা গোপন রাখিয়া ক্রমশঃ হৃদয়ের হলাহলই নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে অন্তরের ও কথার বৈসাদৃশ্য দোষ আর থাকিবে না। "আমার পেটে এক খানা, মুখে আর এক খানা নাই" এ গর্ব্ব করিয়া অন্তরের গরলোদ্গার করা অপেক্ষা, মনের ভাব মনে রাখিয়া এবং মনকে নির্ম্মল করিবার পর উক্ত রূপে হক্ কথা কহিয়া প্রিয় হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সত্য এবং প্রিয় বাক্য কহিবে, অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও স্থল বিশেষে কহা কর্ত্তব্য, এবং স্থল বিশেষে অকর্ত্তব্য; এই দুইটি স্থল বিবেচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। অসত্য কথা বা পরনিন্দা ইত্যাদি কারণে নানা প্রকার প্রমাদ ঘটিয়াই থাকে, কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেও যথোচিত বিবেচনা না করিয়া কথা কহিলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, অতএব বাক্যকে

অনেক অনর্থের মূল নিশ্চয় জানিয়া অতি সাবধানে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

রসনাকে দমন করা যেমন আবশ্যক, তেমনি আর একটি বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের সাবধান হওয়া উচিত। এ দোষটিও তাঁহাদের সুশিক্ষার অভাবে ঘটিয়া থাকে। দোষটি এই যে অন্যের কোন কথা তাহারা এমনি কুভাবে গ্রহণ করেন যে তাহার প্রকৃত ভাবের বিরূপ করিয়া প্রায় বিষম কলহ ঘটাইয়া তোলেন। অপরের অন্তঃকরণ যদিও দূষিত হয়, তথাপি যদ্যপি আমরা তাহা লক্ষ্য না করিয়া তাহার কথাকে যতদূর সদ্ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে ততদূর সদ্ভাবে গ্রহণ করি, তাহা হইলে কেবল যে আমরা উপস্থিত কলহের কারণকে নিরাকারণ করি এমন নহে, তদ্দ্বারা আমরা তাহার দূষিতান্তঃকরণকে যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত করিতে সক্ষম হই। এরূপ সদাচরণের ফল এমন ঘটিতে পারে যে সেই ব্যক্তি তাহার নিজের মনের পাপ জানিতে পারিয়া এবং অন্যে তাহার কথার সদ্ভাব গ্রহণ করে ও তাহার নিকট সদাচরণ প্রত্যাশা করে দেখিয়া লজ্জিত হয়, এবং তাহার নিজের দোষ সংশোধনে করিতে অধিক যত্নবান্ হইতে পারে।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। মা, দোলের সময় সকল ছেলে পিচকিরী লয়ে খেলা করে দেখে আমরা একটী পিচ্‌কিরী কিনে এনেছি। পিচকিরীর মুখ জলে রেখে বাঁটটী ধরে টানিলেই কেমন জল উঠিয়া থাকে, আবার বাঁটটী ঠেলিলেই জল কেমন জোরে বাহির হয়!

মা। পিচ্‌কিরী লয়ে খেলা করিতে তোমাদের এত আমোদ হয়; কিন্তু হইতে জল কেমন করে উঠে বলিতে পার?

সু। আমার বোধ হয় বাঁট জল টানিয়া লয়, তাই পিচক্কিরিতে জল উঠে।

মা। পূর্ব্বকালে অজ্ঞান লোকে

মনে করিত, জন্তুরা যেমন মুখ দিয়া জল পান করে, পিচ্কিরী তেমনি জল পান করিয়া থাকে, তোমারও যুক্তি সেইরূপ দেখিতেছি।

সত্য। পিচ্কিরী কি জন্তু তাই পেট ভরিয়া জল খাইবে? আমার বোধ হয় শূন্য স্থান খালি পড়িয়া থাকিতে পারে না। হয় তাহাতে বাতাস নয় জল, নয় আর কোন বস্তুতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে। পিচ্কিরীর মুখ জলে রাখিয়া যখন তার বাঁট টানা যায়, তখন তার ভিতর কিছুই থাকে না—এইজন্য জল উঠিয়া শূন্য স্থান অধিকার করে।

সু। বাঁট টানিলে পিচ্কিরীর নলের ভিতর কি বাতাস থাকে না?

মা। নলের এক মুখ জলে বন্দ আর এক মুখ বাঁটের দ্বারা বন্ধ, তার ভিতর কেমন করিয়া বাতাস যাইবে? কিন্তু সত্য যা বলিল সেটীও ভ্রম। সে কেলে পণ্ডিতদের এইরূপ মত ছিল। তাঁহারা বলিতেন "স্বভাব শূন্য স্থানকে ঘৃণা করেন।" গালিলিও নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত এইরূপ যুক্তি ধরিয়া পিচকিরীতে জল উঠে কেন বুঝায়ে দেছিলেন। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া তাঁর মতের ভুল দেখাইয়া দিল।

সত্য। মা! কি রকম ঘটনা বল না?

মা। ইটালী দেশের পিসা নগরে গালিলিও বাস করিতেন। সেই খানে খুব উঁচু একটী জলের নলে ৩২ ফিটের (২১হাতের) অধিক জল কোন মতে উঠে নাই, নলের অবশিষ্ট ভাগ শূন্য পড়িয়াছিল। 'স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করেন, তবে এখানে শূন্য স্থান ভাল বাসিলেন কেন? ইহা দেখিয়া সকলে বড় চমৎকৃত হইলেন এবং গালিলিওর নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি স্বয়ং অনেক করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন "স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করেন তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এটী পৃথিবীর উপরে ৩২ ফিট অর্থাৎ ২১ হাত পর্য্যন্ত। তার উপরে শূন্য স্থান থাকিলে স্বভাবের কোন আপত্তি নাই।" এ মতটী যে মিথ্যা, পরে ঠিক জানা গেল।

সু। সে কি মা, ২১ হাতের উপরে জল কি উঠে না?

মা। ২১ হাতের (৩২ ফিটের) বেশী লম্বা যদি পিচকিরি কি নল

কর, তাহার মধ্যে ৩২ ফিট অবধি জল উঠিয়া থামিয়া রহিবে, আর কোন মতে উঠিবে না।

সত্য। এ বড় আশ্চর্য্য! শূন্য স্থান খালি পড়িয়া থাকিবে তাহাতে জল উঠিবে না? মা, ইহার কারণটী কি বল না?

মা। জল যখন পিচকিরী কি নলের ভিতর উঠে, তখন নল জল-পান করে না, স্বভাব শূন্য স্থান ঘৃণা করে বলিয়া জল যে তথায় দৌড়িয়া যায় তাহাও নহে। বাহি-রের বাতাসের চাপে নলের মধ্যে জল ঠেলিয়া দেয়।

স্থ। বাহিরের বাতাস ত সর্ব্ব-ক্ষণ আছে। কৈ শুধু শুধু একটা নল কি পিচকিরী জলে রাখিলেই জল তাতে উঠে না?

মা। পিচকিরীতে জল উঠে কেন দেখ। পিচকিরীর মুখ জলে রাখিয়া যখন বাঁটটী টানিয়া লও, তখন তাহার ভিতরে বাতাস রহিল না। জলের উপর বাহিরের বাতাসের চাপ রহিয়াছে, তাহাতে জলকে চারিদিকে সমান রূপে ঠেলিতেছে। পিচকিরীর ভিতর শূন্য সুতরাং সে দিকে জলের উপর বাতা-সের কোন চাপ না থাকাতে জল কাজে কাজে সে দিকে উঠিয়া পড়ে। একটা কাদার তাল, কি তুলার বস্তার যদি চারিদিকে চাপিয়া একটী দিকে অল্প স্থান খালি রাখিয়া দেও, কাদা বা তুলা সেই দিকেই লম্বা হইয়া পড়িবে। জলের তেমনি সব দিকে বাতাসের চাপ রহিল, কেবল একদিকে রহিল না, ইহাতে সেই স্থানে জল ফুলিয়া উঠিবে তার আর সন্দেহ কি?

সত্য। তবে জলের উপর কোন স্থান যদি বাতাস শূন্য করা যায়, বাহিরের বাতাসের চাপে সেই খানে ৩২ ফিট জল কি উঁচু হইয়া উঠিবে?

মা। আমাদের মাথার উপর ও চারিদিকে যে বায়ু মণ্ডল আছে; ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে তাহার ভার আমরা বোধ করি না, কিন্তু তথাপি সকল বস্তুর উপর তাহার চাপ রহিয়াছে। যদি সমুদায় বায়ু মণ্ডলটী সরাইয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সমুদ্র নদী পুষ্করিণী সকলের জল এখনি ৩২ ফিট উঁচু হইয়া উঠিবে।

স্থ। জল যদি ৩২ ফিট উঁচু হইয়া উঠে, তা হলে ত আমাদের ঘর দোর সব ভাসিয়া যায়। বাতাস এমন করিয়া জল চাপিয়া রাখি-

য়াছে? আমরা এর কিছুই জানিতাম না।

মা। যে গালিলিও পণ্ডিতের কথা বলিয়াছি, তাঁহার শিষ্য টরিসেলি বাতাসের এই আশ্চর্য্য গুণটী আবিষ্কার করেন। তিনি ভাবিলেন, বাতাসের চাপে জল যদি ৩২ ফিট উঠে, জলের অপেক্ষা হালকা বস্তু অধিক দূরে উঠিবে এবং ভারী বস্তু কম দূরে উঠিবে। কারণ সমান জোরে ঠেলিলে ভারী অপেক্ষা হালকা বস্তুকে অধিক দূরে লইয়া যাওয়া যায়। পারা জল অপেক্ষা প্রায় ১৩ গুণ ভারী জানা ছিল, সুতরাং তিনি মনে করিলেন বাতাসের চাপ না থাকিলে নলের ভিতর জল যদি ৩২ ফিট উঠে, পারা জলের ১৩ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২৮ বুরুল মাত্র উঠিবে। তিনি ৩ ফিট লম্বা একটী কাচের নলে পারা পুরিয়া তাহার নীচের মুখ আগুনে তাতাইয়া শক্ত করিয়া আঁটিলেন; পরে উপর মুখে অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া নলটী উলটাইয়া এক পাত্র পারার উপর আস্তে আস্তে ডুবাইয়া ধরিলেন। দেখিলেন নলের পারা পাত্রে নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ২৮ বুরুল পারা নলে রহিয়াছে এবং নলের উপরভাগ শূন্য। এখন তাঁহার মনে বাতাসের চাপের বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু পরে পাস্‌কাল নামে আর একটী পণ্ডিত এবিষয় আরও নিঃসংশয় রূপে সপ্রমাণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, পৃথি[illegible]র উপর বাতাসের ভারে পারাকে যদি ২৮ বুরুল চাপিয়া রাখে, কোন পর্ব্বতে উপর উঠিলে কতক বাতাস নী[illegible] পড়িয়া থাকিবে; সুতরাং পর্ব্বতে উপর বাতাসের ভার কম হইয়া পারাকে কম চাপিবে। তিনি পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, যা ভাবিয়াছিলেন ঠিক্ হইল—সিসির মধ্যে পারা ২৮ বুরুল অপেক্ষা কম উঠিল। ইহাতে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বাতাসের চাপেই জল পারা সকলে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে শূন্য নলে উঠিয়া থাকে, সে বিষয় তিনি সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন।

সত্য। মা! এক পিচকিরী থেকে এত কৌশল বাহির হইল, অথচ আমরা তার বিষয় কিছুই ভাবি না, কেবল খেলা করিয়া আমোদ হয় তাই করি!

সু। আমার বড় আশ্চর্য্য বো[illegible] হচ্চে। বাতাস জল চাপিয়া ত ব[illegible] কাণ্ড করছে না। বাতাসের ভার [illegible] থাকিলে সমুদ্র আজ এখনি পর্ব্বতে[illegible] মত উথলিয়া সৃষ্টি নাশ করিত!

বামাহিতৈষিণী সভার সাংবৎসরিক উৎসব।

আমরা গত বৎসর বৈশাখ মাসের বামাবোধিনীতে যে বামাহিতৈষিণী সভা সংস্থাপনের বিষয় সাধারণকে অবগত করিয়াছি, বৎসরান্তে এই শাখে তাহার সাংবৎসরিক উৎসব থা নিয়মে সম্পন্ন হইয়াছে। মহা-ণী স্বর্ণময়ীর কাঁকুড়গাছীস্থ উদ্যানে ভার অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেক গুলি ব্রাহ্মিকা ও হিন্দু-রমণী উপস্থিত ছিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সভ্যগণের কয়েকটী বক্তৃতা এবং সভাপতির সারগর্ভ উপদেশের মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রকটন করিলাম, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের পাঠিকাগণ এই সভা দ্বারা কি প্রকার উপকার দর্শিতেছে অনেক পরিমাণে জানিতে পারিবেন।

সভ্যগণের বক্তৃতা।

অদ্য কি শুভদিন! অদ্য আমাদের বামাহিতৈষিণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন! ১২৭৮ শালের ৭ই বৈশাখ শুক্রবার এই সভা স্থাপিত হয়। স্ত্রীলোকদিগের তির নিমিত্ত ভক্তিভাজন হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং স্ত্রীনর্ম্মাল ও বয়স্কা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় ইহা স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে এই সভার তাবৎ কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সমস্ত ভার গ্রহণে অসমর্থ হওয়াতে ইহাতে তাঁহাদিগকে কোন কোন অংশে সাহায্য করিতে হইয়াছিল। এই সভার স্থাপন অবধি এই পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত কেশব বাবু ইহার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিতেছেন। নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রীগণ লইয়াই প্রথমতঃ সভা সংগঠিত হয়, তাঁহারাই ইহার সভ্যশ্রেণী রূপে পরিগণিত হয়েন। ১৩। ১৪ জন হইতে ক্রমে ক্রমে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে ২৪। ২৫ জনে পরিণত হইয়াছে। সভাপতি এপর্য্যন্ত যে সকল বিষয় বলিয়াছেন নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল।

১ প্রকৃত শিক্ষা,
২ প্রকৃত স্বাধীনতা,
৩ স্ত্রীলোক দিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহ হীনতা,
৪ লজ্জা,
৫ বিনয়,
৬ অভ্যর্থনা,
৭ সভ্যতা,
৮ পরিচ্ছদ,
৯ নম্রতা,
১০ অহঙ্কার,
১১ ক্রোধ,
১২ গৃহকার্য্য,

১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার,

১৭ হিংসা, ১৮ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া।

এই সভার কার্য্য প্রণালী যদিও তত বিস্তৃত নহে, তথাপি আনন্দের বিষয় এই যে ইহার প্রতি কোন কোন স্ত্রীলোকের বিশেষ যত্ন আছে এবং ইহা দ্বারা অনেকে কিছু কিছু উন্নতিও লাভ করিয়াছেন। সভার নিয়মিত সভাগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন।
" সৌদামিনী কাস্তগিরী।
" সৌদামিনী মজুমদার।
" যোগমায়া গোস্বামী।
" সারদাসুন্দরী ঘোষ।
" বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়।
" সরলা সুন্দরী দাস।
" সুশীলা সুন্দরী দাস।
" জগত্তারিণী বসু।
" ভবতারিণী বসু।
" কৃষ্ণবিনোদিনী বসু।
" জগন্মোহিনী রায়।
" কৈলাসকামিনী দত্ত।
" অন্নদায়িনী সরকার।
" কৃষ্ণকামিনী দেব।
" মহামায়া বসু।

...ভিন্ন সময়ে সময়ে অনেকের
...সমাগম হইয়াছে।

শ্রীরাধারাণী লাহিড়ী।
সম্পাদক।

...মাসের ক্ষুদ্র বামাহিতৈষিণী
...এক বৎসর কাল হইল সংস্থা-
...হইয়াছে। ইহা যখন স্থাপন
করা হয় তখন আশা ছিল না যে
ইহা স্থায়ী হইবে এবং ইহাতে কেহ
উৎসাহ দান করিবেন। কিন্তু সৌভা-
গ্যের বিষয় এই যে আমাদিগকে
একেবারে নিরাশ হইতে হয় নাই।
অনেক ভগিনী এই সভার প্রতি অনু-
রাগ প্রকাশ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে
অনেকে উপস্থিত হইয়া সভায় আপন
আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া এরূপ
সভা স্থাপনে যে কিছু উন্নতি লাভ
হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিয়াছেন।
সকলেই অবগত আছেন যে আমা-
দের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মূর্খতা
ও কুসংস্কারের মধ্যে অবস্থিত এবং
পুরুষদিগের কর্ত্তৃক ইতর জন্তুর
ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন
এবং তাঁহাদের সমুদয় জীবন কেবল
সাংসারিক অতি নিকৃষ্ট কার্য্যে অতি-
বাহিত হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে
এই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার
করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি অনেক
জ্ঞানীর চক্ষু তাহাদিগের উপর নি
পতিত হইয়াছে। সমাজসংস্কার
কেরা ইহাকে বঙ্গদেশের দুর্দ্দশ
দুর্গতির প্রধান কারণ বলিয়া যাহাতে
এই ঘোরতর বিপদের নিরাকার
হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোনিবে
করিয়াছেন। এমন কি শত যে
জন দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডও বঙ্গের এ
অবস্থা দর্শনে স্থির থাকিতে সক্ষ
হইতেছেন না। তাঁহার শত
শত নারী এই অবস্থায় বঙ্গী
অবলার হৃদয় বিদারক শোচ
অবস্থা দর্শনে ব্যথিত হ

পিতা, মাতা ভগিনী, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করতঃ অপার নীরনিধি অতিক্রম করিয়া চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গমহিলাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আলোক প্রকাশ করিতে আপনাদিগের সমুদয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, আমাদের স্বদেশস্থ অনেকেও এ বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন। ভগিনীগণ! এখনও কি আমরা নির্জ্জীব ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিব? এত দেখিয়াও কি আমাদের জ্ঞান হইবে না? চিরকালই কি এই ভাবে যাইবে? শয়ন, ভোজন ভিন্ন কি আর কিছু শিখিব না? অলস হইয়া নিদ্রা যাওয়াই কি আমাদের জীবনের প্রকৃত সুখ? হে বঙ্গ মহিলাগণ! তোমরা নিশ্চয় জেনো যে আর ঘুমাইবার দিন নাই। প্রিয়তম বঙ্গদেশের সুখ দুঃখ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা যদি বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে চাও, যদি আপন আপন পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রদিগকে সুখী করিতে চাও, যদি যথার্থ নারী নামের উপযুক্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমাদিগের নিকট দুঃখিনী বঙ্গমাতার—তোমাদের প্রিয়তম বন্ধু বান্ধবের হৃদয়ের প্রার্থনা যে তোমরা উৎসাহী হইয়া একমনে জ্ঞান উপার্জ্জনে নিরত ও ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হও। ভারত দেখুক, বঙ্গদেশ দেখুক … জ্ঞানীরাও দেখুন যে স্ত্রীলোক পশু নয়, জড় পদার্থ নয়, ভূমণ্ডলের কণ্টক নয়; কিন্তু এই অশেষ দুঃখসংকুল পৃথিবীর ও সন্তাপিত পরিবারের হৃদয়শীতলকারী বন্ধু। ভগিনীগণ! সকলেই বোধ হয় জ্ঞাত হইয়াছেন নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা—বলিতে কি, নারীদিগের সমুদয় বিষয় লইয়াই সম্প্রতি মহা আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু কি কর্ত্তব্য কিছুই অবধারিত হইতেছে না। কেহ বা উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া কর্ত্তব্যের অনুসরণে তত সফলযত্ন হইতে পারিতেছেন না, কেহ বা আবার নির্জ্জীব অসাড় হইয়া সেই কারাগার স্বরূপ অন্তঃপুরে চিরাগত কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে নিপতিত রহিয়াছেন। আহা! এই উভয়বিধ অবস্থাই কি পরিতাপকর। ভগিনী সকল! এই সময় একবার চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক চিন্তাশক্তি উন্মোচন করিয়া আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া লও। প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইয়া জগৎকে দেখাও স্ত্রীলোক ভক্তির পাত্র, শ্রদ্ধার সামগ্রী; তাহারা পাদদলিত হইবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। সকলে স্বাধীন হও, এ…
উনবিংশ শতাব্দীর …
অত্যুজ্জ্বল আলোকে নারী …
হৃদয় অন্ধকারময় এবং …
কলের পুত্তলিকার ন্যায় …
রহিয়াছে, একথা আর শ্রব…
যায় না।

———

সভাস্থ প্রিয় ভগিনীগণ

আমাদের প্রিয় বামাহিতৈষিণী সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে আপনাদিগের নিকট আমার যৎসামান্য কিছু বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালে বঙ্গ কুলবালাদিগের বিদ্যালোচনার রীতি প্রচলিত ছিল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন অবস্থাও ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে অবস্থা তিরোহিত হইয়া এই প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে স্ত্রীলোকে বিদ্যাশিক্ষা করিলে কি হইবে? তাঁহাদিগের আত্মার আবার উন্নতি অবনতি কি? নারী জাতি সংসার কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করিবে, লজ্জাশীলা হইবে এবং গুরুজনের আজ্ঞাকারী থাকিবে, তাহা হইলে যথেষ্ট হইল। আমি ইহা স্বীকার করি যে সংসার কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারা এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি রাখিয়া তাহাদের আজ্ঞকারী থাকা, লজ্জাশীলা হওয়া এ গুণ সমূহ বামাগণের হৃদয়ের ভূষণস্বরূপ, কিন্তু নারী জাতি যদি চিরকাল বিদ্যা বুদ্ধিহীনা হইয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে তাঁহাদিগের দ্বারা এসমস্ত গুণ প্রকৃত রূপে সম্ভবিতে পারে? বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে অনেকের এ প্রকার অনেক সদ্গুণ আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের জীবনে কোন উচ্চ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, কি কর্ত্তব্য জ্ঞানে একটীও সদ্গুণের অনুকরণ করিতে সমর্থ হন না, আপনাদিগের উপর নির্ভর রাখিয়া

কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হন না।
তাঁহারা জানেন না যে সংসার ব্যতি-
রেকে তাঁহাদের জীবনের অন্য কো
উচ্চ উদ্দেশ্য আছে কি না। যাহা
হউক এক্ষণে বঙ্গ মহিলাদিগের দুর-
বস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাদের উন্নতির
জন্য অধিকাংশ সুবিজ্ঞ পুরুষের হৃদয়
ব্যাকুল হইয়াছে এবং স্ত্রীজাতিরাও
আপনাদিগের দুঃখ বুঝিতে পারিয়া
কিসে আত্মার উন্নতি হইবে ইহার
জন্য পিপাসিত হইয়াছেন। আমা-
দিগের জ্ঞান উন্নতির জন্য বাম
হিতৈষী ভ্রাতারা স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যা
লয় সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে
অনেক বিষয় শিক্ষাদান করিতে
ছেন। পরে বামাকুলের সুহৃ
ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশব
চন্দ্র সেন মহাশয়ের সাহায্য ও
উৎসাহে এবং আমাদিগের মধ্যে
কতকগুলি ভগিনীর আগ্রহ ও যত্নে
এই বামাহিতৈষিণী সভা সংস্থা
পিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য এ
যে কি প্রকারে আমাদিগের যথা
উন্নতি হইতে পারে। এক বৎস
প্রায় নিয়মিত রূপে এই সভার কা
সংসাধিত হইয়া আসিয়াছে। আ
ন্দের বিষয় এই সভাটী একবৎ
কাল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়া নববৎ
পদার্পণ করিতেছে। আমাদিগে
প্রিয় সভাটীর সাম্বৎসরিক অধিবেশ
উপলক্ষে স্বদেশীয় বিদেশীয় যে
সকল ভগিনী উপস্থিত আছেন তাঁহা-
দের নিকট আমার বিনীত নিবেদন
যে আগামী বৎসরে এই বামাহিতৈ

ধিনী সভার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবতী হন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দান করেন।

সৌদামিনী মজুমদার।

সভাপতির মীমাংসা।

এই সভার সাম্বৎসরিক কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে সভাপতির কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য। সকল সভাতেই এই পদ্ধতি আছে এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান সময় স্ত্রীজাতির উন্নতির অনুকূল সময়। চারি দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় স্ত্রীগণের মন প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং উন্নতির শুভ লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীগণের সাহায্যে অনেকা হিন্দুমহিলাগণ অন্তঃপুর মধ্যে জ্ঞান লাভ করিতেছেন, কুসংস্কার অন্ধকার দিন দিন তিরোহিত হইতেছে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, মাতা শিশু সন্তানকে লালন পালন করিতে সক্ষম হন, কন্যা পিতার সেবা করিতে সমর্থ হন, স্ত্রী স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে ক্ষমতা লাভ করেন এরূপ চেষ্টা নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা নিতান্ত আনন্দের ব্যাপার। এই আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবল বেগে সমুদায় হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতেছে, চির নিদ্রিতকে সচেতন করিয়া দিতেছে, নিরুৎসাহীকে উৎসাহিত করিতেছে, নিরাশকে আশা দিতেছে। এসমুদায় আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, এই আন্দোলনে প্রবাহিত হইয়া হিন্দু সমাজতরী কোথায় গিয়া অবশেষে উপস্থিত হইবে? যাহা হউক ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে ঈশ্বরকৃপায় পরিশেষে মঙ্গলই হইবে। আপাতত ইহাতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইবে এবং কিছু কিছু অনিষ্টও হইতে পারে, কিন্তু শেষে নিশ্চয় মঙ্গল হইবে। মনুষ্যের নির্ব্বুদ্ধিতা, কুসংস্কার, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বশতঃ অনিষ্টের সম্ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় আমরা বিশ্বাস করি শেষে সকলে মেঘ কাটিয়া যাইবে এবং জন-সমাজের মঙ্গল হইবে।

স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই জনেরই উন্নতি পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন; যদিও পরিমাণে সমান। অধিকার প্রকৃতি ও স্বভাব অনুসারে। সাহস ও বলসাপেক্ষ কার্য্যে পুরুষ জাতির অধিকার; দয়া মমতার কার্য্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী। যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাঁহাদের উন্নতি সাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত। স্ত্রী জাতির উন্নতি সাধন তিন

ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ বিদ্যাশিক্ষা; ২ গৃহের সুনিয়ম সংস্থাপন; ৩ জনসমাজে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে স্ত্রী শিক্ষার বিশুদ্ধ প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রী জাতির উন্নতি হয় এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। স্ত্রীজাতিকে স্ত্রী জাতীয় সদ্গুণে উন্নত করিতে হইবে, পুরুষ জাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি না হইয়া অবনতিই করা হইল। স্ত্রীজাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকার্য্য সম্পাদন, পিতা মাতার সেবা, সন্তান পালন, পুরুষগণ সহ সমুচিত ব্যবহার এসকল বিশেষরূপে শিক্ষা করা উচিত। ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে বিদায় লাভ করা যায়, এক এক জন স্ত্রী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু ইহা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞান লাভের এই লক্ষ্য। স্বামী, কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য না জানা নারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা। কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমরা কৃতবিদ্য বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সন্ধি শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলে না। যেখানে গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা নাই, বস্ত্র মলিন, শয্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব; সেখানে পিতা মাতা পুত্র কন্যা ইহাদিগের মধ্যে অসদ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে অপ্রণয় ও অসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষা নাই। যাহাতে পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসার ধর্ম্ম পালনে তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎপ্রতি অনুরাগ হয় এরূপ জ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি। আমাদিগের মধ্যে অসাধুভাব কত দিন থাকিতে পারে, কত দিন আন্দোলন চলিবে? এ সকল আন্দোলনে শুভ ফল প্রসূত হইবেই হইবে। দুই পাঁচ দিন আন্দোলন হইবে এবং আন্দোলন ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? আমার বিশ্বাস উন্নতির দিন

নিকটস্থ, আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে নিদ্রিত লোকদিগের চৈতন্য হইবে। বহুদিনের রোগ হইলে তাহার বিনাশ জন্য শক্ত ঔষধ দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা স্ত্রীলোককে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিতে চান, আমি তাঁহাদের দলে নই। স্বাধীন ভাবে প্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্যের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি নাই আমি সে দলস্থও নহি। জনসমাজ নূতন প্রণালীতে গঠিত হয় আমার ইচ্ছা, কিন্তু যদি এই নূতন গঠনে স্ত্রী জাতিকে আমরা যথাস্থানে রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যে নৌকাতে স্ত্রী নিমগ্ন হইবেন, সেই নৌকাতে পুরুষও ডুবিয়া মরিবেন। স্ত্রীর আত্মা যে অস্ত্রে বিনাশ পাইবে, সেই অস্ত্রে স্বামীকেও বিনাশ পাইতে হইবে। প্রতি দিন আমরা সংসারে কি দেখিতে পাই? তোমরা যখন সুখী, আমরাও তখন সুখী। স্ত্রীর মুখ যে দিন ম্লান হইল, স্বামীর মুখও সে দিন ম্লান। স্ত্রীর সুস্থতা দর্শনে স্বামীর সুস্থতা। স্ত্রী মূর্খ, স্বামী পুস্তকে উচ্চজ্ঞান লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রীর কুসংস্কারে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতা পদে পদে তাঁহাকে অসুখী করিবে। স্ত্রী স্বামীর অনুরূপ না হইলে তিনি কিরূপে সুখী হইবেন? সমুদায় উন্নতির পথে তিনি কণ্টক হইয়া দাঁড়াইবেন।" সহধর্ম্মিণী হইয়া যিনি সকল বিষয়ে আমার সহায় হইবেন, তিনি তাহা না হইলে কেবল অশান্তি ভোগ সার হইবে। সংসারে অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন করিলাম। কিন্তু যদি স্ত্রী পুরুষের মনের মিলন না থাকে তবে সকলই বিফল হইল। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এ দেশে এখন স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মধ্যে যথার্থ মিলন নাই। জনসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটি কুসংস্কার অন্ধকার পূর্ণ, একটি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত। এ বিভক্ত অবস্থাতে সাধারণের মধ্যে কষ্ট অনুভূত হইবেই হইবে। স্ত্রী ও স্বামীর একতা না হইলে কখন সমাজের প্রকৃত উন্নতি লাভ হইবে না, কেবল যাতনা ও অসুখ বৃদ্ধি পাইবে। তোমরা কোন্ প্রণালী অনুসারে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ইহা না হইলে সংসার আমাদের নিকট যন্ত্রণা সাগর হইয়া থাকিবে এবং পরিশেষে উভয়কে ডুবিয়া মরিতে হইবে। পুরুষ উন্নত হইয়া দিন দিন অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার উন্নতির গাড়ী দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। স্ত্রীকে ধরা ধরি করিয়া চারি পাঁচ দিন সঙ্গে লইলেন বটে, কিন্তু কিয়দ্দূর গিয়া তিনি আর সঙ্গে যাইতে পারিলেন না; স্বামী অগ্রগামী হইয়া পড়িলেন, স্ত্রী আর দৌড়িয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। শেষে কেবল দুজনের চক্ষের জল ফেলা সার হইল। দুজনে এত

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৬ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

এদেশীয় নারীগণের সঙ্গীত শিক্ষার আবশ্যকতা।

প্রেমময় পরমেশ্বর নারীজাতিকে আপনার প্রেমের আদর্শে স্বজন করিয়াছেন। তাহাতেই তাহাদিগের এত কোমলতা ও মাধুর্য্য! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদিগের কণ্ঠকে তিনি যেমন কোমল করিয়াছেন এমন আর কিছু দেখা যায় না। সঙ্গীত বিদ্যা সুকোমল বিদ্যা। ইহাতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্গীত যখন বামাকণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে, তখন স্বর্গহইতে সুধাধারা বর্ষিত হইয়া যেন জগৎকে মোহিত করিয়া দেয়। নারীদিগের স্বাভাবিক কথাই যখন মধুরতা পূর্ণ, তখন তাহাদিগের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত যে ভুবন মোহন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

সঙ্গীত শক্তি নারীগণের স্বাভাবিক এবং একটী অসাধারণ গুণ, এই জন্য সকল দেশে ইহা তাঁহাদিগের একটী প্রধান অলঙ্কার বলিয়া গণ্য। অসভ্য দেশে যাও, সুসভ্য দেশে যাও, মনুষ্যগণ নারীকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণ একটী প্রধান সুখসাধন বলিয়া জ্ঞান করেন। পূর্ব্ব-কালে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে সঙ্গীতচর্চ্চা ছিল, তাহা এদেশের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়। তখন রাজ-কন্যাগণকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিবার জন্য গায়ক গায়িকা নিযুক্ত হইত।

যাঁহারা মহাভারত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন বিরাট রাজা কন্যাকে সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নপুংসক বেশধারী অর্জ্জুনকে আপনার গৃহে রাখিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি হিন্দুজাতিদিগের স্ত্রীগণ বিবাহাদি উপলক্ষে দলে দলে একত্র হইয়া গান করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

বঙ্গদেশে নারীগণ ঈশ্বরপ্রদত্ত যে সকল শক্তি লাভ করিয়া তাহার পরিচালন করিতে পারেন না, তন্মধ্যে বাক্‌শক্তি একটী প্রধান। এদেশের অনেক গুলি আচার ব্যবহার এরূপ অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণই সদাচার ও সভ্যতা বলিয়া গণ্য। যদি কোন বিদেশীয় ব্যক্তি এদেশের অন্তঃপুরস্থ বধূদিগের অবস্থা দর্শন করিয়া যান, তাহাদিগকে কেবল অবলা বলিবেন না, কিন্তু অবোলা জন্তু বলিয়া স্থির করিবেন। স্ত্রীলোকের মুখে বাক্ স্ফূর্ত্তি হওয়া যেখানে দোষের, সেখানে তাহাদিগের কণ্ঠ হইতে সঙ্গীত নিঃসরণ ভয়ানক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে তাহার সন্দেহ কি? যাহাহউক স্বভাবকে বিনষ্ট করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বঙ্গদেশীয়গণ আপনাদিগের নারীগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু নারীমুখ নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিতে তাহাদিগের আমোদ ও অনুরাগের ত্রুটি দেখাযায় না। কে না দেখিয়াছেন যদি স্ত্রীলোকের যাত্রা, কীর্ত্তন কি কবি হয়, তাহাতে কত অসংখ্য লোক সমাগত হইয়া থাকেন? ঈশ্বর দত্ত পবিত্র সুখে অবহেলা করিলে অপবিত্র সুখদ্বারা মনের লালসাকে পরিতৃপ্ত করিতে হয়। এদেশের লোকে পরিবার মধ্যে পবিত্র সঙ্গীত শ্রবণে বঞ্চিত হইয়া অপবিত্র উপায় দ্বারা আশা পূর্ণ করেন। বলিতে হৃদয় শোক দুঃখ ও ঘৃণাতে অভিভূত হয়, এদেশের অনেক যুবক ও সুখপ্রিয় লোক পরিবার মধ্যে পবিত্র সুখভোগে অসমর্থ হইয়া নরকময় বেশ্যা গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করে। সঙ্গীত বারাঙ্গনাগণের একটী প্রধান মোহিনী শক্তি, তাহার প্রলোভনে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়া যার পর নাই ঘৃণিত পথে পদার্পণ করে।

আমরা দুঃখের সহিত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে কথার উল্লেখ করিলাম এদেশের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ বিশেষতঃ নারীগণ সে বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিবেন,

তাহাতে পরিবারের সমূহ কুশল লাভ হইবে। ঈশ্বর বামাগণকে যে সুধাময় কণ্ঠ দান করিয়াছেন, পবিত্র ভাবে তদুৎপন্ন সুখ আস্বাদন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যাঁহারা ঈশ্বরের দান অগ্রাহ্য করেন, তাহারা যে কেবল সুখে বঞ্চিত হন তাহা নয়, তাহারা তজ্জন্য অপরাধী এবং সে অপরাধের ফলও হাতে হাতে ফলিয়া থাকে। এদেশের লোক পরিবারস্থ নারীগণের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সুতরাং গৃহের একটী প্রধান সুখ সম্ভোগ করিতে পান না এবং অমৃতের অভাব বিষপান দ্বারা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পান—দুশ্চরিত্রা নারীগণের কণ্ঠ-বমিত অপবিত্র গান শ্রবণে উৎসুক হন। যদি আমরা আমাদিগের রমণীগণের যথোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া সদ্ভাবপূর্ণ ও পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত রসে তাঁহাদিগের কণ্ঠকে অভিষিক্ত করিতে দিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের সুখের সীমা থাকিত না—কত শান্তি ও পবিত্রভাবে আত্মাকে উন্নত করিতে পারিতাম। গৃহের মধুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে অনেক অবোধ পুরুষ কুস্থান নরকে পতিত হইতেন না। ধর্ম্ম ও পবিত্রতার সুমধুর প্রভাবে পাপের আকর্ষণ এককালে পরাজিত হইত।

অত্যন্ত সুখের বিষয় বলিতে হইবে এদেশের কুৎসিত সঙ্গীত প্রথা ক্রমশঃ সংশোধিত হইতেছে। কোন কোন ধার্ম্মিক পরিবার আপনাদিগের কুলাঙ্গনাগণকে পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহ দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার আশ্চর্য্য মধুময় ফল আস্বাদন করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করিতেছেন। যে সঙ্গীত আলাপ করিয়া বামাগণের কণ্ঠ সার্থক হয় এবং যাহা শ্রবণ করাইয়া কত আত্মাকে সাধুতা, পবিত্রতা ও ঈশ্বরের পথে উত্থিত করা যায়, আমাদিগের একান্ত অনুরোধ কেহ তাহাতে অবহেলা করিবেন না। সকলে তাহা অন্তঃপুর মধ্যে প্রচলিত করিয়া বঙ্গীয় সমাজে একটী অভূতপূর্ব্ব বিশুদ্ধ সুখের স্রোত উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

বৈদিক সময়ের স্ত্রীগণ।

আমাদিগের দেশে অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ স্ত্রী-জাতিকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, ইহা জানিতে আমাদিগের অনেক পাঠিকার কৌতূহল হইতে

পারে। প্রাচীন হিন্দুগণ অতি সরল প্রকৃতি ছিলেন এবং নারীগণকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। যে সময়ে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতি করে, তখন নারী-জাতি অত্যাচরিত না হইয়া বরং সমাদৃত হইবেন, ইহাই সম্ভব। বস্তুতঃ মনুষ্য যে পর্য্যন্ত স্বজাতি হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত কঠোর ও বিকৃতহৃদয় না হইয়া যায়, ততদিন তাহাদের হৃদয় স্বাভাবিক কোমল অবস্থায় অবস্থান করে। যখনি তাহারা বিদেশীয় জাতিকে শত্রু জ্ঞানে ধ্বংস করিয়া তাহাদের নারীগণের প্রতি অসদাচরণ করে, তখনি স্বদেশীয়া দুর্ব্বলা মহিলাগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশেরই মধ্যমাবস্থায় নারীগণের প্রতি যে অত্যাচার ও অসদাচরণ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই তাহার কারণ।

আমাদিগের দেশে পরিণীতা স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকে, ইহার মূল অন্বেষণ করিলে আর্য্যগণের অতি প্রাচীন ব্যবহারের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। আমরা মহাভারতাদিতে পাঠ করিয়াছি অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে রাজাদিগকে সস্ত্রীক অধিষ্ঠিত থাকিতে হইত। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিয়া যজ্ঞের সময়ে স্বর্ণময়ী সীতার প্রতিমার সহায়তা লইয়াছিলেন। এ ব্যবহারটি বৈদিক সময়ের। বেদোক্ত যে সকল যজ্ঞাদি আছে তাহাতে স্ত্রী স্বামী উভয়ে পরস্পরের হস্ত বন্ধন করিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবেন এই রূপ বিধান আছে। যজ্ঞের জন্য যে যজ্ঞস্থলী নির্ম্মিত হইত, তাহাতে অনুষ্ঠাতার স্ত্রী সমাসীন থাকিবার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

আমাদিগের দেশে এখন যেমন স্ত্রীগণকে হেয় জ্ঞান করা হয়, বৈদিক সময়ে তেমন ছিল না। ফলতঃ তৎকালীন স্ত্রীগণ গৃহোপরি সম্পূর্ণ রূপে কর্তৃত্ব করিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈদিক বিবাহ অনুষ্ঠানে লিখিত আছে "এই স্ত্রী শ্বশুরের উপর রাজ্ঞী হউন, শ্বশ্রূর উপরে রাজ্ঞী হউন, ননদগণের উপরে রাজ্ঞী হউন, দেবরগণের উপর রাজ্ঞী হউন।" (১) স্ত্রীগণের প্রতি তৎকালীন হিন্দুগণের এতদূর সম্মাননা ছিল, যে

(১) "সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাম্ ভব। ননন্দরি

ঋষিগণ যে অগ্নিকে পাবক অর্থাৎ পবিত্রকারী বলিয়া পূজা করিতেন অনিন্দ্যা প্রিয় পত্নীর পবিত্রতার সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন স্ত্রী যেমন গৃহকে ভূষিত করেন, অগ্নি সেই রূপ যজ্ঞস্থলীকে অলঙ্কৃত করেন।

বৈদিক সময়ে স্ত্রীগণ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতেন, ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা সে সময়ে স্বয়ং পতিকে বরণ করিতেন ইহারও স্পষ্ট বিধান আছে। "সুখী সেই স্ত্রী, যিনি সুন্দরী; তিনি জন গণের মধ্যে হইতে স্বয়ং আপনার প্রীতিপাত্রকে মনোনীত করেন।"(২) বেদের একস্থানে যেরূপ লেখা আছে তাহাতে এত দূর পর্য্যন্ত প্রতীত হয় যে, "স্ত্রীলোক স্বীয় গুণ দ্বারা অপর স্ত্রীগণকে পরাজয় করিয়া কোন মহৎ বিদ্বান পুরুষকে আপনার স্বামী করিয়া লইতেন।" সে সময়ে পুরোহিত বংশের সহিত রাজ কন্যা গণের বিবাহ হইত, কিন্তু ঋষি না হইলে কেহ কখন রাজ কন্যা লাভ করিতে পারিতেন না। একজন অত্রিবংশীয় পুরোহিত একটি রাজপুত্রীকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা আপনাকে ঋষি করত পশ্চাৎ তাঁহাকে লাভ করেন। ইহাতে বোধ হয় তখন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহের নিষেধ ছিল না। বেদের এক স্থানে উল্লিখিত আছে যে কন্যাগণ পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী।

বৈদিক সময়ে বহুবিবাহ ছিল না বলা যায় না, কিন্তু অতি বিরল ছিল। এখন যেমন স্ত্রীগণকে চির বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তৎ কালে সেরূপ প্রথা ছিল না। "যে স্ত্রী পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যুর পর অপর স্বামী গ্রহণ করিয়াছে সে যদি অজ পঞ্চৌদন * দেয়, তবে নূতনস্বামী হইতে কোনকালে বিচ্ছিন্ন হয় না। যে স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছে সে যদি অজপঞ্চৌদন দেয়

সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।" ঋক্ বেদ ১০। ৮৫। ৪৬.

(২) "ভদ্রাবধূ র্ভবতি মৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বণুতে নে চিৎ।" ঋক ১০। ২৭। ১২।

* বেদ বিহিত এক প্রকার অনুষ্ঠান।

তবে তাহার পুনর্ভূ অর্থাৎ পুনর্বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত একই লোকে বাস করে।"(২)বস্তুতঃ পূর্ব্বস্বামীর মৃত্যু হইলেই স্ত্রীকে অন্য স্বামী গ্রহণের স্বাধীনতা অর্পিত হইত, এটী অতি প্রাচীন বৈদিক প্রথা। তবে দেবরকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিবার অতি জঘন্য প্রথা এখনও উড়িষ্যা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে, এটীও বৈদিক সময়ের রীতি বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ স্তোত্র বিশেষ দৃষ্টান্তস্থলে তাদৃশ ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়।

বৈদিক সময়ের স্ত্রীগণ এখনকার স্ত্রীগণের ন্যায় বেশ ভূষা প্রিয় ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। কবিগণের বর্ণনাতে তাহাদের বেশভূষার উল্লেখ বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়াযায়। তাঁহাদের বর্ণনাতে প্রতীত হয় বেশভূষা দ্বারা যে স্ত্রীগণের অতি রমণীয় সৌন্দর্য্য হয় তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতেন।

কোন প্রাচীন কালের গ্রন্থ দেখিয়া সে কালের আচার ব্যবহার নির্ণয় করিলে অনেক সময়ে ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, ইহা আমরা অবগত আছি। গ্রন্থে যেরূপ উন্নত প্রকৃতির বর্ণনা থাকে সে জাতির লোকের জীবন তেমন উন্নত না হইতে পারে, আবার গ্রন্থে যেরূপ গর্হিত ব্যবহারের উল্লেখ থাকে, লোকের জীবন তেমন গর্হিত না হইতেও পারে। তবে অধিকাংশ ঠিক্ হয় তাহার সন্দেহ নাই। আমরা বৈদিক গ্রন্থ হইতে পাঠিকাগণের জানিবার যোগ্য বৈদিক স্ত্রীগণের কতক বিষয় সংগ্রহ করিলাম। স্ত্রীগণের কতকগুলি দোষের উল্লেখ আছে তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল না। পাঠিকাগণ জানিবেন মনুষ্য সমাজ ভাল মন্দ উভয়বিধ লোক লইয়া চিরকাল গঠিত হইয়া আসিতেছে, এবং এ পর্য্যন্ত সমাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয় নাই। ভগিনীগণ! সমাজ বিশুদ্ধ করিয়া লইবার ভার আপনাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

(৩) যা পূর্ব্বং পতিং বিত্বা অথান্যং বিন্দতে পতিং। পঞ্চৌদনঞ্চ তাবজং সদাতোন বিযোষতাঃ। সমান লোকো ভবতি পুনর্ভুর্বাহ পরাঃপতিঃ। যোহ জং পঞ্চৌদনাং দ[illegible] জ্যোতিষং দদাতি। অথর্ব্ব। ৯।৫।২৭।২৮।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১০৫ সংখ্যা ১৩ পৃষ্ঠারপর)

যাঁহার জগদীশ্বরে মতি আছে, অর্থাৎ তিনি মঙ্গলালয়, সকল সুখের কারণ, সৎকর্ম্মের সিদ্ধিদাতা ও আপদের শান্তিকর্ত্তা ইহা যাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহার মন কখন চঞ্চল হয় না। অত্যন্ত বিপদেও তিনি হতোদ্যম হন না। যাঁহার সত্যাচরণে নিষ্ঠা ও সর্ব্বজীবে দয়া আছে, যিনি সদাচার ও সচ্চরিত্র তাঁহার সকলেই সুহৃৎ। এরূপ গৃহস্থ গৃহিণীর সংসারে কখন দুঃখের আশঙ্কা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রশস্তমনা লোক জগতে সুদুর্লভ। যেদেশেই বাস হউক ও যেমন অবস্থাই হউক, তাঁহার সর্ব্বভূতে আত্মবৎ বিবেচনা এবং সর্ব্বজীবে সমান দয়া তাঁহার সর্ব্বত্রই আপনার গৃহ এবং সকল লোকেই আপনার বন্ধু। কিন্তু কিরূপে মন সে রূপ প্রশস্ত হইতে পারে, তাহা শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাহা মনের সরল ভাব এবং আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায়; সেটি মুখের কথা নহে। আমার বাটী, আমার ঘর, আমার জিনিশ, এই রূপ সকলেই আমার আমার বলিয়া থাকে। কিন্তু আমি কি পদার্থ? আমিও যে পদার্থ, জগতে যত লোক আছে প্রত্যেকেই সেই পদার্থ। আমার যেমন 'আমার বাটী আমার জিনিশ' এই রূপ জ্ঞান আছে, সকলেরই তেমন, সকলেরই মন সুখ দুঃখ চিন্তা আশা ইত্যাদি নানা ভাবাপন্ন হয়। আমার যেমন ব্যারাম হইলে কিরূপে পীড়া শান্তি হইবে, কেহ বা বিপদে সাহায্য করিবে এই রূপ ভাবনা হয়, সকলেরই সেইরূপ হইয়া থাকে। আমার কোন বস্তুর ক্ষতি হইলে যেমন দুঃখ হয়, অন্যেরও সেই রূপ হয়। জগৎ পিতার এই বৃহৎ সংসারের মধ্যে সকলেই পরস্পরে ভাই বা ভগিনী সম্বন্ধে আবদ্ধ ও এক নিয়ম সূত্রে গ্রথিত। আমিও যেমন সুখী হইব ইচ্ছাকরি, প্রত্যেকেরই সেইরূপ ইচ্ছা। আমার সুখের নিমিত্ত যেমন অন্যের সহায়তা প্রত্যাশা করি, অন্যেও সেইরূপ আমার সহায়তা প্রত্যাশা করে। আমি সুখী হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, অপরকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতে হয়; কি চমৎকার জগদীশ্বরের নিয়ম! সেই চেষ্টাতে আবার আমারও সুখ বৃদ্ধিহয়।

অপরের সুখেই আমার যে সুখ, সে সুখ কি নির্ম্মল, কি প্রীতিকর। কিন্তু কেবল আমি সুখী হইব, অপরে যে যার আপনার চিন্তা করুক, এরূপ মনে করিলে কখনই মনের সুখ হয় না। অতএব যেখানে আমি যাহা চাই অন্যেও তাহা চায়, সেখানে অন্যের আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলে আমার কদাচ সুখ লাভ হইতে পারে না। আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া যিনি অপরের সুখচেষ্টা করেন, আপনি নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া অপরের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করেন, অপরের সৌভাগ্যে যাহার মনে আনন্দ হয়, অপরের দুঃখে যাহার মনে দুঃখ হয় ও তাহা নিরাকরণের চেষ্টা হয় তিনিই সর্ব্বভূতে সমদর্শী।

সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে সকলি আমার, সকলের সুখেই আমার সুখ, আমার বলিয়া আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কোন বস্তুরই সহিত আমার স্বার্থ সম্বন্ধ নাই, তথাপি সকলি আমার, কেননা সকলি আমার পিতা জগদীশ্বরের এই প্রকার জ্ঞান জন্মে। আমার পুত্রের পীড়া হইলে আমি তাহার আরামের জন্য ব্যস্ত থাকি, কেহ তাহা আমাকে বলিয়া দেয় না। কিন্তু একটী অনাথ শিশু যে জাতির বা যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই হউক না কেন, যদি পীড়িত হয় তাহাকে দেখিয়াই তাহার আরামের জন্য কি আমি সেই রূপ ব্যস্ত হই? যদি না হই তবে আমার জগদীশ্বরের প্রতি বা সর্ব্বজীবে প্রেমভাব কেবল মুখের কথা। আমার প্রতিবাসীর ও সহকর্ম্মীর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাহা দেখিয়া আমার মনে কি ক্ষোভ হয়? আমি কি মনে মনে বলি যে আমার না হইয়া উহার কেন এমন হইতেছে? তবে আমার সর্ব্বভূতে সমদর্শন কোথায়?

মনকে পবিত্র কর, উদার কর, সকল ধর্ম্মেই বলে। কিন্তু তাহা কিরূপে হয়? আত্মজ্ঞানের কিছু গূঢ় ভাব আছে সেইটি বুঝিলে ইহা সহজে সম্পন্ন হয়। সেই গূঢ় ভাবটির নাম প্রেমভাব। ইহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যেমন আকর্ষণী শক্তির কার্য্য ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, প্রেম ভাবের ভাবনা তদপেক্ষাও বিস্ময়জনক। যেমন একটি জড় পদার্থ আর একটির সমীপবর্ত্তী হইলে পরস্পর আকর্ষণ করে, যেমন দুইবিন্দু জল যথেষ্ট নিকটস্থ করিলে দুইটি

মিলিয়া এক বিন্দু হয়, তেমনি প্রেমভাব দ্বারা দুই মন এক ভাবাপন্ন হয়। দুই ব্যক্তির প্রকৃতি যদি সমান হয়, তাহা হইলেই প্রেম ভাবের সঞ্চার হয়, নতুবা হয় না। প্রেমের ফল সুখ। মনের মিলন হইলে উভয়েরই আনন্দ হয়। পৃথিবীর মধ্যে এমন দুইটি লোক কি আছে, যাহাদের সকল সময়ে সকল বিষয়ে মনের মিলন হইতে পারে? বোধ হয় নাই। তবে কোন ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণীকে যে সমভাবে দেখিবে একি দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়? কিন্তু দুঃসাধ্যকে সুসাধ্য করিবার সাধন আছে এবং যদিও সম্পূর্ণ সাধন না হয় তথাপি যতদূর হয়, ততই ভাল। সে সাধনের উপায় একটী উপমাদ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। যেমন মৃৎপিণ্ডে জল দিলে তাহা কোমল হয় এবং তাহাতে যাহা ইচ্ছা গঠন করা যায়, সেই রূপ আমার মন যদি প্রেমরসে আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে অপরের মনের সহিত সংলগ্ন হইয়া তাহার মন কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইতে পারে এবং আমার মনের অনুরূপ ভাবে তাহা গঠিত হইতে পারে। অপরের মনের সহিত আমার মন যে রূপে সংলগ্ন হয় তাহা এই প্রকার। যেমন মনের চেষ্টা দ্বারা কোন বিষয় স্মরণ করিতে পারি, কোন বিষয় কল্পনা করিতে পারি, তেমনি অন্যের মনের ভাবও অনুমান করিতে পারি। এইরূপে যখন আমার মনের ভাব অপরের মনের সহিত সমভাবাপন্ন হয়, তখন উভয় মনের মিলন হয়। এমন অবস্থায় যদি উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে প্রেমরস সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে কোন কার্য্যই হয় না, কিন্তু একের মনে প্রেমরস থাকিলে অপরের মনও আর্দ্র হয়। কোন পরোপকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পাঠে, শ্রবণে বা দর্শনে আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাল, তবে, আমার মনে যদি প্রেমরস থাকে, তাহা হইলে আমার মন যখন অপরের মনের ভাবাপন্ন হয়, তখন ভৌতিক পদার্থের ঘাত প্রতিঘাত নিয়ম সদৃশ মনের যে নিয়ম আছে তদনুসারে অপরের মনও কোমল হয়। যদিও অপরের মন তাহাতে প্রেমার্দ্র বা সংশোধিত না হয়, তথাপি যতদূর হয় ততদূরই তাহার পক্ষে উপকারজনক। তাহাদ্বারা আমার সহিত তাহার সমভাব ও মনের মিলন হইয়া বন্ধুতা ও সুখ উৎপন্ন হয়, তাহার কোন সংশয় নাই। এইরূপে

অতি মন্দ লোকও আমার বন্ধু হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা তাহার দোষে আমি দূষিত না হইয়া সে বরং ভাল হইতে পারে। অতএব অপরের বিষয়ে কিছু বিবেচনা করিতে, কহিতে বা কোন কার্য্য করিতে হইলে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা তাহার অবস্থা ও মনের ভাব অনুমান করিয়া তদনুযায়ী বিবেচনা, কথোপকথন বা কার্য্য করি।" তাহা হইলে অনেক কলহের কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

আমরা অপর লোককে যত মন্দ বিবেচনা করি, যদি আমরা তাহার চক্ষু দ্বারা তাহার কার্য্য সকল দেখি অর্থাৎ তাহার অবস্থা ও মনের ভাব বিবেচনা করিয়া তাহার কার্য্য সকলের বিচার করি, তাহা হইলে সেই সকল কার্য্য কখনই তত মন্দ বোধ হয় না এবং সেই ব্যক্তিকে প্রথমে যত অধার্ম্মিক ও দুরাচার বিবেচনা করা যায় তাহাকে ততদূর মন্দ লোক বোধ হয় না। আমাদিগের বিষয়েও আমরা যে রূপ সৎ বিবেচনা করি, আমরা বাস্তবিক সেই পরিমাণে সৎ কদাচ নহি, অপর লোকে বিশেষতঃ শত্রুরা আমাদিগের বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করে, তাহা বুঝিয়া আমরা কেমন সৎ বা অসৎ তাহা অনুমান করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক আমরা যেমন আপনাদিগকে সৎ বিবেচনা করি তেমন সৎ নহি এবং অপরকে যেমন অসৎ বিবেচনা করি সে তেমন অসৎ নহে। এই রূপ বিবেচনা করিলে আমরা পরকে পর বলিয়া যত অন্তর হইতে অন্তর করিয়া থাকি তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। পরে পরস্পরের অন্তরে প্রেম ভাব থাকিলে, সেই প্রেম ভাবের গুণে পরস্পরের মধ্যে অবশিষ্ট যত অন্তর থাকে, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া ক্রমে মনের সমতা, মিলন ও ঐক্য হয়। এমন ঘটনা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গভূমি হয়। কিন্তু এমন দিন কি কখন আসিবে? প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় যথা সময়ে আসিবেই আসিবে। যতদিন না আইসে, তজ্জন্য চেষ্টা করা সকলের কর্ত্তব্য এবং তাহাতে যতদূর কৃতকার্য্য হওয়া যায় ততই ভাল।

কে বল ধার্ম্মিক বর জগৎ ভিতরে?
যেই ভাবে কি অভাব পরের অন্তরে॥
সুবিমল জলে নাহি আকার বরণ।
আধার যেমন তাহা দেখিবে তেমন॥

সেই রূপ ভাবি দেখ পবিত্র অন্তর।
যাহার যে ভাব হয় তাহার গোচর॥
যে আকার যে বরণ যে দেশের নর।
অনুরূপ দেখে তাহে নিজের অন্তর॥
তাপিত হৃদয় তাহে হয়ে সুশীতল।
প্রেমিক হৃদয়ে সুখ বর্ষে অবিরল॥

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে সকল কথা সামান্যতঃ বক্তব্য, তাহা উল্লিখিত হইল। পরে কাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করা যাইবে। তাহাতে দেখিবে যে প্রেম ভাবটী এক, কিন্তু বিষয় ভেদে ইহার নাম ও কার্য্যের ভেদ হয়।

নারী-জীবনের কর্ত্তব্য ভার।

পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা সুখেতে ভোগেতে প্রতিপালন করিবেন আর স্ত্রীরা কেবল চিরদিন তাঁহাদের স্কন্ধে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আপনারা যখন যাহা আবশ্যক হইবে কড়ায় গণ্ডায় তাহা বুঝিয়া লইবেন, এরূপ হইলে সুখের ঘর কন্না কখন হইতে পারে না। স্বামীরা কি বিবাহ করিয়া চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে, না খতে পত্রে এমন কিছু লেখা আছে যে, ভার্য্যারা তাঁহাদিগের নিকট যখন যাহা চাহিবেন তাহা দিতেই হইবে? নাবালক সন্তান দিগকে যেমন লালন পালন করা পিতার কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি কি সেই রূপ কর্ত্তব্য স্বামীকে চির দিনই পালন করিতে হইবে? তাঁহাদেরই কি আর গ্রহণ ভিন্ন কিছুই প্রত্যর্পণ করিতে নাই? নর নারী যদি প্রত্যেক বিষয়ে সমান অধিকার পাইয়া থাকেন, তবে নারীর অবশ্যই স্বীয় স্বীয় ভারার্পিত কার্য্য সাধনের জন্য জনসমাজে ও পরি- রের নিকট দায়ী রহিয়াছেন। কেবল সন্তান প্রতিপালন আর সংস নিয়মিত কার্য্য করাই একমাত্র তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, ভারের সমভাবী হইয়া প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের করিবেন তবে পরিবারের শান্তি কুশল বিস্তার হইবে;

কালে সংসারের অশান্তি ও গণ্ডগোল ঘুচিবে না।

পৃথিবীর যতই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বিবাহিত পুরুষদিগের শরীরের শোণিত ততই শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। সভ্য রমণীদিগের সুখস্পৃহা —স্বার্থপর ভোগ বাসনার উন্নতি দেখিয়া এখন অনেক কৃতবিদ্য উন্নত লোকেও চিরকৌমার অবস্থায় জীবন কর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। বিবাহিত দম্পতি পরস্পরকে সহানুভূতি করিতে পারেন না বলিয়াই এত হৃদয়-বিদারক গৃহ বিচ্ছেদ সকল ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশেও জ্ঞান সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মারাত্মক রোগ আসিয়া নারী হৃ... আক্রমণ করিয়াছে। ইহা একটী ঘোর প্রহেলিকা যে স্ত্রীলোকেরা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী হইয়াও অজ্ঞান বালকের ন্যায় স্বামীদের কাছে আবদার করেন। এত বুঝিতে পারেন, কিন্তু স্বামীর সাংসারিক অবস্থা বুঝিতে পারেন না। অথবা স্বার্থপরতার প্রতাপ এমনি যে তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে উন্নত হইয়া পরিপক্ক বয়সে এ প্রকার বাল্য ব্যবহার কি ভাল দেখায়? নারীরা যেমন স্বভাবতঃ অতিশয় লজ্জাশীলা, তেমনি স্বার্থ পরতার জন্য তাঁহাদিগকে লজ্জিত হওয়া উচিত।

ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে পুরুষের পরিশ্রান্ত শরীর মন কোথায় বনিতার সুকোমল স্নেহ বাক্যে সান্ত্বনা পাইবে, তাহা না হইয়া আরও তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। অর্থেতে ভোগেতে সুখেতে ভাল রাখিতে পারিলে যে ভার্য্যার মন সন্তুষ্ট হয়, কিম্বা স্বামীর প্রতি তাঁহার অধিক ভালবাসা প্রকাশিত হয়, ইহাতে কিছুই মহত্ত্ব নাই; কিন্তু যিনি স্বামীর সুখ দুঃখের সমভাগিনী হইয়া বিপদে সম্পদে তাঁহার বন্ধু হন, তিনিই যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গিনী। পৃথিবীতে কত লোকে অপবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ ...য়াও সম্যক প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে; ধন সম্পত্তি সুখ সচ্ছন্দতার ... যদি উদ্বাহিত দম্পতির প্রেমও নির্ভর করিল, তবে আর পবিত্র ... প্রেমের গৌরব কোথায়? স্ত্রীলোকেরা যখন নিতান্ত জ্ঞানহীনা ...ম্না ছিলেন তখন আশা ছিল তাঁহারা বিদ্যার আলোক পাইলে ...খের স্থান হইবে, কিন্তু এখনও সে বাঞ্ছনীয় শান্তির আধার

বহুদূরে রহিয়াছে। আমরা আশা করি যে গুণবতী ভার্য্যারা তাঁহাদের স্বর্গীয় কোমলতা ও মধুময় প্রেমিকতা প্রদর্শন করিয়া উদ্ধত প্রকৃতি হৃদয়বিহীন স্বামীদিগকে কোমল করিবেন, কিন্তু তাহা কি দেখিবার অবস্থা এখন হইয়াছে? স্ত্রীলোকেরা যদি নিশ্চিন্ত মনে পান ভোজন দেহ সজ্জা প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন, তাহাহইলে আর পুরুষেরা তাঁহাদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করিবেন? কিন্তু ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞা যে নারীরা প্রেম স্নেহ পবিত্র ভাব বিস্তার করিয়া পুরুষ অন্তঃকরণকে প্রেমিক ও সরস করিবেন; এজন্য তাঁহারা পুরুষের নিকট বিশেষ রূপে দায়ী রহিয়াছেন। যদি এই ঈশ্বর দত্ত কর্ত্তব্য ভার পালন করিতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হন, তবে তাঁহাদিগের পুরুষের নিকট কোন বিষয় দাওয়া করিবার অধিকার নাই। যখন পুরুষের প্রকৃতি নানাবিধ কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হয় এবং এক বিন্দু প্রেম লাভের জন্য ব্যাকুল অন্তরে হাহাকার করে, তখন প্রেম স্নেহের মূর্ত্তিমতী নারীপ্রকৃতি ঈশ্বর প্রীতিতে গদগদ হইয়া কি তাঁহাদের মরুভূমি তুল্য হৃদয়কে প্লাবিত করিবে না? তাহা না হইলে বিধাতার সৃষ্টির সামঞ্জস্য কিরূপে থাকিবে? কোমলহৃদয় বামাগণের নিকট আমরা আর কিছুই চাহি না, তাঁহারা কেবল মাতৃ ভাবের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিস্তার করিয়া সেই স্নেহময়ী পরম মাতার প্রেমের আস্বাদন আমাদিগকে বুঝিতে দিন; ঈশ্বর-ভক্তি রসামৃত যাহা প্রচুর রূপে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিতরণ করিয়া আমাদের পাষাণময় বিক্ষিপ্ত চিত্তকে শীতল করুন। পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলিকা তাঁহারা নন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টির পরম সৌন্দর্য্য এবং তাঁহার প্রেমের প্রতিমা স্বরূপ। নারীজীবনের এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একবার হে ভগিনীগণ! তোমাদের বর্ত্তমান জীবনকে উন্নত ও বিশোধিত করিতে চেষ্টা কর।

রাবণের প্রতি সীতা।

স্থান————————অশোক বন।
সময়————————নিশীথ।

কি তুমি রাজ্যের লোভ দেখাও আমারে ?
ধন রত্ন দেখিয়াছি ঢের ;
ত্রিসংসার যদি পায়, পড়ে গড়াগড়ি যায়,
তবু কি সতীর দৃষ্টি ভুলাইতে পারে ?
হেন কথা কহিও না ফের।

প্রতারক শঠ তুমি ছলনা করিয়ে
একা পেয়ে আনিয়াছ হরে,
যদি বুঝ নিজ মান, উদ্বন্ধনে ত্যজো প্রাণ,
কিম্বা সাগরের জলে মরগে ডুবিয়ে।
কিবা কাজ এ জীবন ধরে ?

তব রাজ্যে—তব করে আছি একাকিনী,
জন প্রাণী নাহিক সহায়।
তাই বুঝি মনে কর, যা ইচ্ছা করিতে পার,
ভাব বুঝি নিরুপায় নিতান্ত কামিনী,
ধর্ম্ম বুঝি কল্পনা ধরায় ?

লম্পট কপট তুমি নারকী বর্ব্বর,
ধর্ম্ম বল বুঝিবে কেমনে ?
শত মুণ্ড লক্ষ কর, যদি ইচ্ছা হয় ধর,
দুই শত চক্ষে অগ্নি বর্ষো নিরন্তর।
তাহে সীতা ডরিবে না মনে।

বড়ই প্রতাপ তব বসো সিংহাসনে,
স্বর্ণ লঙ্কা বসতির স্থান।

তুচ্ছ দেখ ত্রিসংসার, কিন্তু ভেবে দেখ সার,
তব সম কাপুরুষ নাহিক ভুবনে,
কেবা ভীরু তোমার সমান ?

চোরের কি সাধ্য আছে সতীর শরীরে
হাত দিবে সাহস করিয়ে ?
বড় বড় মহাতেজা, দেখেছি অনেক রাজা,
আর কেন যাও তুমি আপন মন্দিরে।
ডরিব না ওচক্ষু দেখিয়ে।

এদিকে গর্ব্বেতে মর আমা হেন বীর
কোথা আর নাই—ত্রিসংসারে,
তাই চৌর্য্য বৃত্তি করে, পরস্ত্রী আনিলে হরে,
বীরের প্রতাপে—মরি পৃথিবী অস্থির !
এবীরতা কে বর্ণিতে পারে ?

নির্লজ্জ পুরুষ আমি তোমার সমান
দেখি নাই আরত ভারতে।
তোমাকে যে অবিরত, শৃগাল কুকুর মত
ভাবে, তুমি কোন মুখে এস তার স্থান ?
খোষামোদ কর নানা মতে।

বল কি না কেটা রাম পথের ভিখারী
রাজপুত্র হয়ে বনবাসী।
পাপী তুমি দুরাচার, হেন ভাগ্য কি তোমার,
বুঝিবে কি গুণ ধরে সেই জটাধারী
যে গুণেতে সীতা তাঁর দাসী ?

সামান্য মানুষ নন মোর প্রাণেশ্বর
রাজা তুমি জানিও নিশ্চয়,
লক্ষ স্বর্গ সিংহাসন-পরাজিত সে চরণ,

দশ মুণ্ড যাহে দশ মুকুট সুন্দর
সে চরণে হয় হে বিক্রয়।

সাধে কি জানকী তাঁর চরণের দাসী,
সাধে প্রাণ কাঁদে তাঁর তরে।
কোন্ নারী ভাগ্যবতী, পেয়েছে এমন পতি,
তাঁর সঙ্গে কে না চাহে হতে বনবাসী?
শত ক্লেশ কে না তুচ্ছ করে?

দিতেছ অশেষ কষ্ট দাও সাধ পূরে
দিন তব ঘনায়ে আসিল।
সয়ে সব অপমান থাকিবে সীতার প্রাণ,
——ওই শুন কলরব হইতেছে দূরে,
ওই যুদ্ধ দুন্দুভি বাজিল।

সমর দুন্দুভি রবে কাঁপিল রাবণ।
সেতু বাঁধি রাম উপনীত।
স্বর্ণ লঙ্কা হুলস্থূল, কাঁপিল পুরীর মূল,
অশোক কানন হতে ছুটে দশানন।
শিশু বৃদ্ধ সবে সশঙ্কিত।

দম্পতির কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে "গুণভেদে, অবস্থা ভেদে, রুচিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কল্পনাযোগে স্ত্রীপুরুষের মন এরূপ অতৃপ্ত হইতে পারে যে তাহাতে কেহ যে কখন কাহাকে ভাল বাসিতে পারেন আমরা সম্ভব বোধ করি না।" কিন্তু "অবস্থা যত অপকৃষ্ট হউক না আমরা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অবলম্বন করি তাহা হইতে সুখ শান্তি ও ধর্ম্ম অবশ্যই লাভ হয়।" এই দুই পরস্পর বিরোধী কথার মর্ম্ম পাঠিকাগণ কি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন? যে দম্পতি ভাবেন যে আমার স্বামী বা স্ত্রীতে কোন বিষয়ে কোন ত্রুটী

লক্ষিত হইবে না, তিনি সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আমার মনের মত হইবেন তাঁহাদের চিরকাল অসুখে যাইবে। আর যে স্বামী ও স্ত্রী আপনাদিগের ভাগ্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট জানিয়া পরস্পরের বিভিন্নতা ও ত্রুটী সত্ত্বেও পরস্পরের সহিত মিলিত হন তাঁহারাই সুখী হইবেন। শেষ কথাটীর ভিতর অতি গূঢ় ভাব আছে, পরিবারমধ্যে সুখ লাভ করিবার সেইটী মূল মন্ত্র। এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিলে স্ত্রী বলিবেন ঈশ্বর আমাকে যে স্বামী দিয়াছেন, আমি যাবজ্জীবন তাহার সেবা করিব, স্বামীও বলিবেন যে পত্নীর ভার আমার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে আমি প্রীতির সহিত তাহার সেবা করিব। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যাহার রূপ নাই, ধন নাই, বিদ্যা নাই অথবা ধর্ম্মভাব নাই তাহাকে কি প্রীতি কিম্বা সেবা করা যায়? ইহার উত্তরস্থলে বলা যায় কেন যাইবে না? পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে রাশি রাশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যাঁহার প্রকৃতি ভাল এবং যিনি সুখী হওয়া অপেক্ষা লোককে সুখ দান করায় অধিক মহত্ব বুঝিয়াছেন তিনি যাহাকে না ভাল বাসিতে পারেন এমন লোক জগতে নাই। যে যত নির্গুণ ও অধম, তিনি তাহার প্রতি তত অধিক স্নেহ দয়া প্রকাশ করিতে পারেন বলিয়া তাহাকে লইয়া অধিক সুখী হন। কত ধার্ম্মিক ব্যক্তি দুঃখী ও পাপীর সাহায্য করিয়া যত সুখী হইয়াছেন, ধনী ও পুণ্যবান্‌দের সেবা করিয়া সেরূপ হন নাই। এস্থলে ধর্ম্মভাবে ঈশ্বরের উদার প্রেমে সকল মনুষ্যকে তাঁহার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করাতেই হৃদয়ের এত সুখোদয় হয়। পতি পত্নী যদি পরস্পরকে সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্র কন্যা বলিয়া চিনিতে পারেন, কেমন একটী পবিত্র মধুর যোগে তাঁহারা আবদ্ধ হন! দুজনের মধ্যে যিনি ইহা স্বীকার করেন, তাহারই হৃদয় প্রশস্ত হইয়া কোথা হইতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও অপূর্ব্ব সুখ লাভ করে। হৃদয়ে যেমন সুখ শান্তি হয়, ইহাতে ধর্ম্মেরও তেমনি উন্নতি হয়। পরস্পরকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া জানিলে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন এক দিকে সহজ হয়, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ও ভালবাসা বৃদ্ধি হয়। ইহা ছাড়া ধর্ম্ম আর কি আছে?

উড্ডীয়মান মৎস্য।

পশুরা ভূমিতে চরে, পাখিরা আকাশে উড়িয়া বেড়ায় এবং মাছেরা জলে সাঁতার কাটিয়া যায়, জন্তুদিগের এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টিতে কেবল সাধারণ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ কৌশল ও করুণার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এমন পশু করিয়াছেন যাহারা উড়িয়া বেড়ায় বা জলে সাঁতার দেয়, এমন পক্ষী আছে যাহারা উড়িতেপারে না, কিন্তু ভূমির উপর দ্রুতবেগে দৌড়ে অথবা জলে বাস করে। তবে মৎস্য উড়িবে তাহাতে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি? জগদীশ্বর যখন সাধারণ হইতে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন কোন বিশেষ প্রয়োজন সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য, এই মৎস্যের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহার আশ্চর্য্য গঠনের কারণ কি, বুঝিতে পারা যাইবে।

উড্ডীয়মান মৎস্যের পাখা তাহার কানকুরার নিকট হইতে উৎপন্ন হয়। সাত আট খানি পাঁজরা বা সরু হাড়ের উপর স্বচ্ছ, নমনশীল ও তৈলাক্ত এক খানি চামড়া দিয়া ইহা নির্ম্মিত। ইহা দ্বারা ঐ মৎস্য জল হইতে ২।৩ হাত উচ্চে লাফাইয়া উঠে এবং বরাবর পাঁচ ছয় শত হাত অনায়াসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইচ্ছানুসারে সম্মুখদিকে বা পশ্চাৎ দিকে উড়িতে পারে। জলের মধ্যে ও এই পাখা গতির সাহায্য করে।

মৎস্যেরা প্রায় পরস্পরকে শিকার করিয়াই জীবন ধারণ করে। যাহাদের হাঁ বড়, তাহারা বড় মৎস্য আক্রমণ করে; যাহাদের ছোট তাহারা ছোটিতেই সন্তুষ্ট হয়। উড্ডীয়মান মৎস্য ক্ষুদ্রাকার এবং সমুদ্রে থাকে, সমুদ্রের অধিকাংশ জন্তুই ইহার শত্রু। এরূপ স্থলে জলে বাস করা ইহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর ইহাকে উড়িবার শক্তি দিয়াছেন। জলচর জন্তুদিগের মধ্যে ডোরাডো নামে এক প্রকার মৎস্য ইহার দারুণ বিপক্ষ। সে যেমন লোভী, সেই রূপ দ্রুতগামী। ডোরোডে লম্বে চারি হাত, ও সৌল মৎস্যের ন্যায় মোটা এবং ডানা সকল জোরালে থাকাতে জলের মধ্যে তীরের ন্যায় ছুটিতে পারে। কিন্তু সে শিকারে

যেমন পটু, উড্ডীয়মান মৎস্য পলায়নেও সেইরূপ। ইহার শরীর অপেক্ষা বৃহৎ দুই যোড়া ডানা এবং সবল মাংসপেশী থাকাতে বিলক্ষণ বেগে সন্তরণ করিতে পারে।

যাঁহারা সমুদ্রে ডোরাডো ও উড্ডীয়মান মৎস্যের ছুটাছুটী দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন এমন আমোদকর ক্রীড়া আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। উড্ডীয়মান মৎস্যকে দেখিবামাত্র ডোরোডো আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া যায়, কিন্তু সে যেন আমোদ করিবার জন্য জল ছাড়া হয় না, যতক্ষণ শক্তি থাকে দ্রুতবেগে সন্তরণ করিয়া শত্রুর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করে। পরে যখন সাঁতরাইয়া সাঁতরাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন পাখার সাহায্য গ্রহণ করিয়া আকাশ পথে লাফাইয়া উঠে এবং বিপক্ষকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। তাহার যে পাখা জলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা এখন আর এক আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন রূপে ভিন্ন দিকে চালিত হয় এবং মহাবল প্রকাশ করিতে থাকে। সে জলের উপর পাঁচ ছয় শত হাত উড়িয়া বেড়ায়, পরে পরিশ্রান্ত হইলে আবার জলে নামিয়া দ্রুতবেগে সন্তরণ আরম্ভ করে। কিন্তু বিপক্ষ ছাড়িবার পাত্র নয়, সে এতক্ষণ ধরিয়া সতর্ক রূপে তাহার গমন অনুসন্ধান করিতেছিল এবং জলে নামিলেই অধিকতর বেগে তাহার অনুসরণ করে। উড্ডীয়মান মৎস্য আবার সন্তরণে ক্লান্ত হইয়া উড়িতে থাকে এবং আবার জলে সন্তরণ করে। শত্রু যদি তথাপি সঙ্গ ধরিয়া যায়, অবশেষে এককালে হতবল হইয়া তাহার করাল গ্রাসে পতিত হয়।

কেবল জলেতেই উড্ডীয়মান মৎস্যের শত্রু নয়, আকাশে উড়িলে সময় সময় পক্ষিগণ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। জলে ও শূন্যে উভয় পথে বেড়াইবার শক্তি থাকিলেও ইহার মত দুর্ভাগ্য জীব বোধ হয় আর জগতে নাই। কিন্তু আমরা যা ভাবি বাস্তবিক তা নয়। মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে এত বিপদের মধ্যেও তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে এবং সমুদ্র পথে গমন করিলে তাহারা কখন ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশ পথে আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে, কখন জাহাজের উপর লাফাইয়া পড়িতেছে দেখা যায়।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী।

আক্ষেপ বা কনভলসন।

এই রোগ বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেরই হয় এস্থলে কেবল বালকদিগের পীড়া লিখিত হইবে।

এই আক্ষেপ রোগের বিশেষ বিবরণ অবগত না থাকাতে এদেশের অবলাগণ ভয়ানক গোলযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আক্ষেপ রোগকে পেঁচয় পাওয়া ভূতে পাওয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ঐ কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া নির্দ্দোষ বালককে যথোচিত কষ্ট দিয়া মারিয়া ফেলেন। কতকগুলি অজ্ঞ রোজাই ভূতে পাওয়া রোগের একমাত্র চিকিৎসক, তাহাদিগকে যমের বৈমাত্র ভাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহারা বালককে যেরূপ কষ্ট প্রদান করে, তাহা দেখিলে পাষাণহৃদয় মনষ্যও না কান্দিয়া স্থির থাকিতে পারে না। এই প্রস্তাব লেখক একদিন স্বচক্ষে যেরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে।

শান্তিপুরে কোন ভদ্রগৃহস্থের একটী শিশু সন্তানের আক্ষেপ রোগ হইয়াছিল। প্রাচীন সংস্কার অনুসারে রোজা দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা হইতেছিল। যখন বালকটী আধমরা হইয়াছে তখন কোন ব্যক্তি আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। আমি ত্বরায় গমন করিয়া দেখি বালকটী মৃতপ্রায়, রোজা প্রহার করিতেছে ও মন্ত্র পড়িতেছে। আমি এই দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া রোজাকে ভৎর্সনা করিয়া দূর করিয়া দিলাম এবং বালকের পিতামাতাকে ভৎর্সনা করিলাম। তখন বালকের মাতা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া আমার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন "বাপু! আমার ছেলেটীকে ভাল করিয়া না দিলে তোমাকে ছাড়িব না।" তাঁহার সেই ক্রন্দনে আমিও ক্রন্দন করিলাম। পরে করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া বালকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিন ঘণ্টার মধ্যে বালকটী আরোগ্য লাভ করিল। বালকের পিতা মাতা উর্দ্ধবাহু হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি এই অবকাশে ভূতে পাওয়া যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা বুঝাইয়া দিলাম।

পাঠিকাগণ! তোমরাও কি এখন পর্য্যন্ত ভূতে পাওয়া বিশ্বাস কর?

তোমাদের মধ্যে যদি কাহারও এ কুসংস্কার থাকে, তবে তাঁহাকে এই মাত্র বলিতেছি যে, ঔষধ দ্বারা যে রোগ তিন ঘণ্টার মধ্যে আরাম হইয়া থাকে, তাহাকে ভূতে ধরা বলা অত্যন্ত মূর্খতা। বিশেষতঃ তোমরা নিশ্চয় জানিও যে মনুষ্যের মৃত্যুহইলে মনুষ্যের আত্মা পরলোকে গমন করিয়া পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিয়া অনন্ত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। সেই আত্মা যে ভূত হইয়া তোমাদিগকে অত্যাচার করিতে আইসে, ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করিও না। দেখ ভূতে পাওয়া কুসংস্কার থাকাতে অ... বালক অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তোমরা প্রাণান্তেও রো... বিশ্বাস করিও না।

আক্ষেপ রোগ নানা কারণে হইয়া থাকে। সূতিকা... প্রজ্বলিত করিলে, বায়ু সঞ্চালিত না থাকিলে, বালকের ... পীড়িতা মাতার দুগ্ধ পান করিলে, বালকের অন্ত্রে কৃমি হইলে, যে বালক হাঁটিতে পারে সে অধিকক্ষণ রৌদ্রে পরিভ্রমণ করিলে, কোন কারণে অনাহারে থাকিলে বা অধিক আহার দ্বারা অজীর্ণ হইলে, বালককে অত্যন্ত প্রহার করিলে এবং দন্ত উঠিবার সময় বালকের আক্ষেপ রোগ হইতে পারে। সূতিকাগারে এই রোগ হইলে তাহাকে পেঁচ পাওয়া বলে। ২।৩ মাস বয়স্ক বালক হইতে ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালকের এই পীড়া হইলে তাহাকে তড়কা কহে।

কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইবে। সচরাচর প্রায়ই কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে এজন্য প্রথমেই ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ দিবে। তাহার পর বালককে উষ্ণ জলের টবে বসাইয়া মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে। ইহাতে আরাম না হইলে মেরুদণ্ডে অর্থাৎ পিঠের দাঁড়ায় ক্লোরফরম্ লিনিমেণ্ট্ দ্বারা মালিস্ করিবে। অজীর্ণ জন্য হইলে বমন করাইবে। আমাসার জন্য হইলে উপযুক্ত আহার দিবে। কৃমিজন্য হইলে সেণ্ট্‌নাইন্ দিবে। চিকিৎসকের নিকট সেণ্ট্‌নাইন্ ভাগ ক... লইয়া সেবন করিতে দিবে, কারণ সেণ্ট্‌নাইন অধিক দিলে অপকা... পারে। দন্ত উঠিবার সময় এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ দন্ত... করিয়া দিবে। এইরূপ চিকিৎসায় বালক আরোগ্য লা...

রোগ প্রাচীন হইলে ব্রোমাইড্ অব পোটাস্ উত্তম ঔষধ। এই ঔষধের মাত্রা যথা—১ মাসের সন্তানের জন্য সিকি গ্রেন্, ৪ মাসের সন্তানের জন্য আধ গ্রেন্ এবং এক বৎসরের সন্তানের জন্য ১ এক গ্রেন্। এই রোগের আরও অনেক প্রকার চিকিৎসা আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করা হইল না। এই মাত্র বিশেষ বক্তব্য যে, পীড়ার আরম্ভ হইলে উত্তম চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। রোজা আনাইয়া যেন বালকের ...নাশ করা না হয়।

...হিত ভারত-...র্ষের তুলনা।

প্রশ্ন। সমুদায় পৃথিবীর পরিমাণ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কত অধিক?

উ। সমুদায় পৃথিবীর পরিমাণ জলে স্থলে ১৯ কোটী ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল, ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ২১২ বর্গ মাইল স্থতরাং ভারতবর্ষ অপেক্ষা পৃথিবীর পরিমাণ প্রায় ১৪০ গুণ বড়।

প্র। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় ভারতের লোক সংখ্যা কত?

উ। পৃথিবীতে ১৩০ কোটী লোক ...স করে, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ...২০ কোটি অর্থাৎ তাহার প্রায় ... ভাগ মাত্র।

...থিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ...লিলে কিরূপ হয়?

উ। পৃথিবী গোল পদার্থ তাহার দৈর্ঘ্য নাই। তাহার পরিধি অর্থাৎ বেড় ২৫০০০ মাইল, ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল অর্থাৎ তাহার প্রায় ১৪ ভাগ।

প্র। ভারতবর্ষের পাহাড় কত বড়?

উ। হিমালয় পৃথিবীর সকল পর্ব্বত অপেক্ষা বড়, ইহার এভারেষ্ট বা দেবডাঙ্গা নামক শৃঙ্গের উচ্চতা ২৯০০২ ফিট। আমেরিকার আন্দিজ পর্ব্বতের পরিমাণ ২৩৯১০ ফিট, তদ্ভিন্ন আর কাহার সহিত ইহার তুলনা হয় না।

প্র। ভারতবর্ষে নদী কত বড় আছে?

উ। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী সিন্ধু, তাহার দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল, গঙ্গা ও ব্রহ্ম পুত্র অপেক্ষা ৩০০ মাইল করিয়া অধিক। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী আমে-

জন আমেরিকা খণ্ডে; তাহা ৪০০০ মাইল দীর্ঘ।

প্র। ভারতবর্ষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেমন?

উ। ভূগোলবেত্তারা বলেন, পরমেশ্বর ইহাকে সমুদায় পৃথিবীর এক খানি ক্ষুদ্র ছবি করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ এখানে সকল রাজ্যের জল বায়ু, সকল রাজ্যের ফল শস্য ও সর্ব্ব প্রকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। ভারতবর্ষে বৃহৎ বৃক্ষ কেমন আছে?

উ। উচ্চতায় এ দেশের শাল, নারিকেল, এবং বিস্তারে বটবৃক্ষের ন্যায় গাছ পৃথিবীতে দেখা যায় না। আফ্রিকায় বেওবাব গাছ কেবল ইহাদের তুলনা স্থল।

প্র। ভারতবর্ষে আর আর দেশ অপেক্ষা বড় জন্তু কি আছে?

উ। এখানে বৃহৎকায় হস্তী, সিংহ, সুন্দর বনের ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতির নিকট পৃথিবীর কোন্ জন্তু দাঁড়াইতে পারে? বন্য সর্প এবং নদীস্থ কুম্ভীরও ভয়ানক।

প্র। এখানকার পক্ষী জাতি কিরূপ?

উ। এখানকার ময়ূর পক্ষী আফ্রিকার উট পক্ষীর ন্যায় আকারে বৃহৎ নহে, কিন্তু ইহা সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর সকল পক্ষীর রাজা বলা যায়।

প্র। ভারতবর্ষে মূল্যবান্ পদার্থ কেমন আছে?

উ। ভারতবর্ষ রত্নগর্ভা, ইহার খনিতে হীরা স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি পাওয়া যায়; ইহার জলে মুক্তা, ইহার পাহাড় সকলে চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি নানা বর্ণের উজ্জ্বল মণি মাণিক্য পাওয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতি ভারতবর্ষকে ধন ভাণ্ডার বলিয়া জানে এবং ইহা জয় করিবার জন্য প্রবল জাতি মাত্রেরই লোভ অতি পূর্ব্বকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

প্র। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ কি একটী প্রাচীন সভ্য দেশ?

উ। চিন, মিসর, পারস্য, গ্রীশ প্রভৃতি কয়টী দেশ পৃথিবীতে প্রাচীন বলিয়া খ্যাত, ভারতবর্ষ তাহাদের অপেক্ষা হউক না হউক, তাহাদের তুল্য প্রাচীন সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বকালের সভ্যতা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহার যে সকল নিদর্শন আছে তাহা আলোচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে

হয়। ইহার বেদ গ্রন্থের পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে আর কোন পুস্তক রচিত হইয়াছিল, তাহা বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। ইহার উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি পুস্তকে যেরূপ পরমার্থ জ্ঞান ও ধর্ম্মনীতির উপদেশ আছে তাহা বাইবেল কি কোরাণ কাহার উপদেশ অপেক্ষা কম মূল্যবান্ নহে। ইহার রামায়ণ মহাভারত গ্রীকদের অদ্বিতীয় হোমার, রোমানদের বার্জ্জিল ও ইংরেজদের মিল্‌টনের গ্রন্থের সমকক্ষ হইতে পারে। ইহার কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ইংরেজদের মহাকবি সেক্‌সপিয়ের তুল্য। ইহার প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভাষা আর পৃথিবীতে নাই। ইহার ষড় দর্শন কোন দেশের দর্শনশাস্ত্রের নিকট পরাজিত নহে। ইহার প্রাচীন রাজনীতি, গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রও উন্নত সভ্যতার পরিচয় দেয়। পূর্ব্বকালে এখানে অনেক দিগ্বিজয়ী ও বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি এখানকার ধর্ম্ম প্রচারকগণ আত্মার উন্নতির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পৃথিবীতে অল্প লোক সেরূপ দেখা যায়।

প্র। এখন পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় ভারতের অবস্থা কিরূপ?

উ। এখন ইহার যার পর নাই হীনাবস্থা। ইহার জাতীয় স্বাধীনতা নাই, সুতরাং এখানকার লোকেরা একটী জাতি বলিয়া গণনীয় নহে। এখানকার ধর্ম্ম বিকৃত, সভ্যতা বিলুপ্তপ্রায়, এবং জ্ঞানচর্চ্চা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। সাহস, বল, বিক্রম, ধর্ম্মোৎসাহ, হিন্দু জাতির আর তেমন কোথায়? সুতরাং এদেশীয় লোকে প্রাচীন কালের সভ্যতার গৌরবে অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া উক্ত হন। যাহাহউক এখন এই একটী সৌভাগ্যের বিষয় যে ইংরেজ রাজত্বের প্রসাদে ভারতের বহুকালের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে এবং সকল বিষয়ের পুনরুন্নতির আশা হইতেছে।

বিজ্ঞান বিষয় কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সত্য। মা! আজি কালি আমরা যেমন ঘড়ী দেখে সময় ঠিক্ করি, পূর্ব্বকালের লোকেরা কি এইরূপ করিত?

মা। আগেকার লোকে এত বুদ্ধি কৌশল জানিত না; সুতরাং তাঁহাদের এমন ঘড়ী ছিল না। তাঁহারা সূর্য্য ঘড়ী, বালুকা ঘড়ী, জলের ঘড়ী বা বাতির ঘড়ী করিয়া কাজ চালাইতেন।

সু। মা! সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে থাকে তখন প্রাতঃকাল, মাথার উপর আসে তখন দুপর বেলা, আর যখন পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে তখন বৈকাল এতে মোটামুটি এক রকম সময় জানা যায়, কিন্তু ঘণ্টা ঘণ্টা সকল সময় ত জানা যাইতে পারে না?

মা। সকল সময় ইহা দ্বারা কিরূপে জানা যাইবে? তবে ইহা দ্বারা কেবল সকাল দুপর বৈকাল নয়, আরও কিছু সময়ে সূক্ষ্ম হিসাব হইতে পারে। এ খানি কাগজে বা কোন ধাতু পাত্রে গোলাকার রেখা টানিয়া যদি তাহা ১২ ঘণ্টায় বিভাগ করা যায়, আর তাহার মধ্যস্থলে একটী কাঠি বা শলাকা খাড়া করিয়া রৌদ্রে রাখা যায়, সেই কাঠি বা শলাকার ছায়া দেখিয়া সময় অনেকটা ঠিক করা যায়।

সত্য। কিন্তু মা! তাহাতে রাত্রিকালে সময় কিরূপে নির্ণয় হইবে?

মা। কেবল রাত্রিকালে নয়, মেঘলার দিনেও ঘড়ী বন্দ থাকে। এ জন্য মনুষ্যেরা সময় ঠিক্ করিবার জন্য আর কয়েক প্রকার উপায় অবলম্বন করেন।

সু। বালুকা ও জলের ঘড়ী কি প্রকার?

মা। একটী পাত্রে এক পাত্র বালি বা জল রাখিয়া তাহার নিম্নদিকে যদি একটী ছোট ছিদ্র রাখা হয়, তাহাতে বালি ঝুর ঝুর করিয়া বা জল টপ টপ করিয়া পড়ে। সমস্ত দিনে যত বালি বা জল পড়ে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দিনের এক এক ভাগের পরিমাণ ঠিক্ করা যায়; সেই পাত্রে সেই হিসাব করিয়া দাগ দিয়া লইলে হয়। অথবা এক এক ঘণ্টায় যত বালি বা জল পড়ে, তাহার মত ছোট ছোট পাত্র ঠিক্ করিয়া রাখিতে হয় এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহাতে বালি ও জল পূরিয়া দিতে হয়।

সু। আমি এরূপ ঘড়ী অক্লেশে তৈয়ার করিতে পারি, কিন্তু ফি ঘণ্টায় কে আবার জল ও বালি পুরিবার জন্য বসিয়া থাকিবে? তাহাতে ঢের কষ্ট।

স। বাতির ঘড়ী কিরূপ?

মা। ইংলণ্ডের আল্‌ফ্রেড নামে

এক রাজা সময়ের বড় কৃপণ ছিলেন, একটু সময়ও মিছা কাটাইতেন না। তিনি দিবারাত্রিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ রাজকার্য্যে, এক ভাগ পাঠ ও উপাসনায় এবং এক ভাগ আহার, নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক কার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন। তাঁহার বাতি এমন ঠিক্ ছিল, যে ২০ মিনিটে এক এক বুরুল পুড়িত। ইহাতে ব্যয় হইত বটে; কিন্তু দিবা রাত্রির সকল সময়ই জানা যাইত।

সু। এতে বেশ এক রকম বুদ্ধি প্রকাশ পায়, আমার টাকা থাকিলে সেরূপ করিতাম।

স। আচ্ছা মা! এখনকার ঘড়ীতে কিছুই করিতে হয় না, একবার কল ফিরাইয়া দিলেই আপনা আপনি কেমন চলিতে থাকে। ইহার সৃষ্টি কিপ্রকারে হইল?

মা। যে গালিলিও পণ্ডিতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি ইহার কল বাহির করেন। একটী অতি সামান্য ঘটনা দেখিয়া তিনি সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া এই কৌশল আবিষ্কার করেন। তিনি একস্থানে দেখিতে পান, দড়ীতে ঝুলান একটী লণ্ঠন কোন প্রকারে আঘাত পাইয়া দুলিতেছিল। এরূপ ঘটনা অনেকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তার ভিতরে যে ভাবিবার কিছু আছে কেহ স্বপ্নেও ভাবিতেন না। তিনি দেখিলেন দড়ী দুলিবার সময় এক পাশে যত দূর যাইতেছে, অন্য পাশেও তত দূর যাইতেছে, দোলন কমিবার সময়ে একপাশে যেমন কমিতেছে, অন্য পাশেও সেইরূপ। আরও তিনি অনুমান করিলেন যে, দোলন বেশীই হউক আর কমই হউক, এক পাশে যাইতে যত সময় লাগে, অন্য পাশে যাইতে ঠিক তত সময় লাগে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে এই দোলনই সময় নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায়, অতএব দোলন ওয়ালা একটী যন্ত্র তৈয়ার করিতে পারিলে সময় জানিবার আর কোন অভাব হয় না। ঘড়ীর মধ্যে যে পেণ্ডুলম বা দোলপিণ্ড নিয়ত দুলিতে দেখা যায়, ইহাহইতে তিনি তাহার সৃষ্টি করেন। ঘড়ী চলার মূল কারণ সেইটী। পেণ্ডুলম থামিলেই ঘড়ী চলা বন্দ হইয়া যায়।

সু। আমি এত দিন ভাবিতাম, ঘড়ীর কাঁটা বুঝি আপনা আপনি চলে, এখন বুঝিতেছি পেণ্ডুলমের

দোলাতেই ঐ কাঁটা চলিয়া থাকে। কিন্তু মা! মাঝে মাঝে বন্দ হয় কেন?

মাঁ। ঘড়ীর ভিতর স্প্রীং অথবা দড়ীর মত তার গুটান আছে; তাহার সঙ্গে এক দিকে পেণ্ডুলম ও অন্যদিকে কাঁটার যোগ। ঘড়ীতে দম মাঝে মাঝে দিতে হয়, তাহাতে সেই তার একত্র হইয়া গুটাইয়া যায়। পেণ্ডুলমের দোলাতে তাহা ক্রমে ক্রমে খুলিয়া আল্‌গা হয় এবং সব আল্‌গা হইয়া গেলে আর তাহার জোর থাকে না। পেণ্ডুলম থামিয়া যায়; ঘড়ীর কাঁটাও চলা বন্দ হয়। এইজন্য আবার একদিন বা একসপ্তাহ চলিবার জন্য দম দিতে হয়। এ বিষয়ে আর আর কথা পরে বুঝাইয়া দিব।

নূতন সংবাদ।

১। লেডি নেপিয়ার যখন কলিকাতায় ছিলেন, মান্দ্রাজের বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয় সকলের ছাত্রী ও শিক্ষকগণ চন্দন কাষ্ঠের বাক্স করিয়া তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র পাঠান, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তত্ত্বাবধারিকা বিবি সত্যাসাধনকে এইরূপ স্নেহসূচক প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছেন:—

"আপনার ও রেবরণ্ড সত্যাসাধনের অধীনস্থ মান্দ্রাজের বালিকা ও অন্তঃপুরস্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকগণের স্বাক্ষরিত এক খানি অভিনন্দন পত্র পাইয়াছি, যে সকল বন্ধু এইরূপ পত্র দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তোষকর স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবেন।

আপনাকে আরও অনুরোধ করিতেছি যে উক্ত স্বাক্ষরকারিগণকে বলিবেন যে তাঁহাদের প্রণয়পূর্ণ বাক্য সকলে আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে সুখকর সময় আমি যাপন করিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণ স্মরণ আমি স্বদেশে লইয়া যাইব এবং তাঁহাদিগের কল্যাণার্থ সকল সময়েই চেষ্টা করিব। আমি সর্ব্বান্তঃ করণে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা এদেশে যেরূপ আগ্রহের সহিত বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রয়াসী, ঈশ্বর প্রসাদে তদ্দ্বারা তাহাদের ইহকাল ও অনন্ত কালের সুখ লাভ হউক।

উচ্চপদস্থ নারীগণের এরূপ ব্যবহার যার পর নাই প্রশংসনীয়।

২। মালেয়া উপদ্বীপের অন্তঃপাতী মাটামের রাজার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক আছে। ইহার বর্ণ অতি শুভ্র, ইহা ওজনে প্রায় /১০ দেড় ছটাক। ইহার আকৃতি ঠিক একটী ডিম্বের মত, কেবল একধারে একটী ছিদ্র। ইহা ঐ রাজপরিবারে শতাধিক বৎসর রহিয়াছে। রণজিৎ সিংহের কোহিনুর হীর

অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট। কোহিনুর ওজনে প্রায় /০ এক ছটাক এবং তাহার মূল্য ৪০ লক্ষ টাকা মাত্র।

৩। ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব তত্রত্য উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি হইতেছে বলিয়া তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে প্রশংসা করিয়াছেন।

৪। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে বাঙ্গলার লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুযায়ী নূতন বিবাহের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা	বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন
	" দুর্গামোহন দাস
হুগলী	" শিবচন্দ্র দেব
ঢাকা	" গোবিন্দচন্দ্র দাস

ইহাঁদের আফিস হইতে ৫ মাইল দূরের মধ্যে বিবাহ হইলে ৪ টাকা ফি লাগিবে, তদতিরিক্ত হইলে প্রতি মাইল ।০ আনা অধিক লাগিবে।

৫। কাশ্মীরের স্ত্রীলোকেরা আর্সিনিক নামে এক প্রকার বিষ সেবন করিয়া থাকে, তাহাতে মুখমণ্ডল সুন্দর এবং লাবণ্যযুক্ত হয়, ইউরোপের অনেকস্থানেও এই রূপ প্রথা আছে। কিন্তু কিছুকাল ইহা সেবন করিলে অভ্যাস ছাড়া যায় না এবং অবশেষে ঠোঁট ও মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়।

৬। বোম্বাই নগরে বিকাজী জেম কামা নাম্নী এক পারসী রমণী গুজরাটী ভাষায় প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

৭। গত ৬ই এপ্রেল ভারত ও প্রশান্তমহাসাগরের মধ্যস্থিত ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে মেনিলা নগরে একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। ইহার অন্তঃপাতী জম্বালিকা প্রদেশেও একটী ভূমিকম্প হয়, তাহাতে পৃথিবীর ভিতর হইতে অস্ফুট শব্দ ক্রমাগত হয়, এবং নদীর জল দশ হাত ফুলিয়া উঠে। অধিবাসীরা ভয় পাইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করে।

৮। কিছুদিন হইল ইটালীর অন্তঃপাতী বিসুবিয়স্ পর্ব্বতের একটী অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহা যেরূপ ভয়ঙ্কর হইত, এবার তত হয় নাই।

৯। চামারদী গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ পণদিয়া বিবাহ করেন এইক্ষণে বিবাহিতা স্ত্রী বাগ্দীর কন্যা প্রকাশ পাওয়াতেবড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। যেখানে টাকায় সম্বন্ধে বিবাহ, সেখানে অনেক প্রতারণা ঘটিয়া থাকে।

১০। লেডি নেপিয়ার স্বামী সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা তাঁহার গুণে এমন বশীভূত হইয়াছেন, যে তাঁহাকে উপহার দানার্থে ২০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

১১। "নিউ ইষ্টন মেইন নামক স্থানের কতক গুলি যুবতী এক সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যে যে

পুরুষ তমাক খায়, তাহাকে তাহারা স্পর্শ করিবে না। তথাকার কতকগুলি যুবকও সভা করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে যে সকল যুবতী পরচুলা পরিধান করে, তাহারা তাহাদের মুখ দেখিবে না।”

১২। মহারাণী স্বর্ণময়ী বল্লভপুর গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয় নির্ম্মাণার্থ ২০০ এবং মেদিনী পুরের কাদড়া স্কুলে ২০ টাকা দান করিয়াছেন। রাণী স্বর্ণময়ী গোস্বামী দুর্গাপুরের স্কুল গৃহের জন্য ৩০০ টাকা দিয়াছেন।

১৩। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রমানাথ কবিরাজ ডেঙ্গুজ্বরের একটী ঔষধ বাহির করিয়াছেন। জ্বর হইবার পূর্ব্বে অর্দ্ধ ছটাক ঘৃত গরম করিয়া খাইলে জ্বর হয় না; এবং জ্বর হইলে গন্ধ ভাদালীর পাতার ভাবরা লইলে শরীরের বেদনা ও জ্বর সারিয়া যায়।

১৪। আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল মহাত্মা লর্ড নর্থ ব্রুক বোম্বাই দিয়া আসিবার সময় তথাকার মাণিকজীর বালিকা বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা দান করিয়া আসিয়াছেন। ইহাঁর বিদ্যার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ দেখা যাইতেছে। কলিকাতায় অতি অল্প দিন ছিলেন, তাহার মধ্যে এখানকার প্রায় সমুদায় প্রধান বিদ্যালয় গুলি যত্ন পূর্ব্বক দর্শন করিয়াছেন।

১৫। দিনাজপুরের রাণী শ্যামমোহিনী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া অসংখ্য রোগীদিগকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ঐ জেলায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব শুনিয়া তিনি মাজেষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে তিনজন উপযুক্ত ডাক্তার চাহিয়াছেন, তাহাদের সমুদয় ব্যয় স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন।

বামাগণের রচনা।

বামাহিতৈষিণী সভার বক্তৃতা।*

এক্ষণে সুসভ্য জাতি মাত্রই নারী জাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে নিতান্ত যত্নশীল হইয়াছেন। পুরুষজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতি উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে যে জনসমাজ সম্যক রূপে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারেনা ইহা প্রায় সকল সভ্যজাতির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যে ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে সুসভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল, এক্ষণে তাহা শুদ্ধ নারী জাতির অবনতির জন্য অন্যান্য সভ্য দেশের পশ্চাৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

অস্মদ্দেশীয়া অবলাকুল পুরুষ জাতি কর্ত্তৃক অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ ও দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন ইহা প্রায় সকলেই অবগত

* আমরা গতবারে বামাহিতৈষিণী সভার সাংবৎসরিক উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে যে সকল বক্তৃতা হয়, তন্মধ্যে ইহাও একটী।

আছেন। আমাদের দেশীয় পুরুষেরা মনে করেন যে স্ত্রীজাতি শুদ্ধ গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ ও পার্থিব সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। উন্নতি সম্বন্ধে কোন বিষয়ে ইহঁাদের অধিকার নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ অন্যান্য সভ্যদেশীয়া মহিলা অপেক্ষা উন্নতি সম্বন্ধে এত দূরে পড়িয়া রহিয়াছেন।

মঙ্গলময় জগদীশ্বর স্ত্রীজাতিতে যাবদীয় স্নিগ্ধ ও কমনীয় গুণ নিচয় বিধান করিয়াছেন; এবং পুরুষদিগকে তদ্বিপরীত অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কঠোর গুণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা নরনারী জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি উন্নতি সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। যদ্যপি কোন পরিবারে শুদ্ধ পুরুষ থাকেন, তথায় যে সৎকার্য্যই করা হউক না কেন, যে জ্ঞানালোচনাই করা হউক না সকলই ন্যায়পরতা, কঠোর যুক্তি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পরিবারটীর সর্ব্বত্রই প্রায় অনেকটা কঠোরতা দৃষ্ট হয়। আর যদি কোন পরিবারে শুদ্ধ স্ত্রীলোক থাকেন, তঁাহারা হয়ত সকলবিষয়ই দয়া, বিশ্বাস ইত্যাদি কোমল গুণ দ্বারা সম্পাদিত করিয়া থাকেন।

তদ্দ্বারা এই রূপই হইতে পারে, হয় সাংসারিক সকল বিষয় নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়িবে; নয় পুরুষোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে করিতে তঁাহাদের হৃদয় অনেকটা কঠিন ও উদ্ধত হইয়া পড়িবে। কিন্তু যে পরিবারে স্ত্রীপুরুষ একত্র বাস করেন, যে উন্নতির কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই হস্ত থাকে, সেই পরিবারের যাবতীয়কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত ও সেই উন্নতির কার্য্য প্রকৃত উন্নতিতে পরিণত হয়। কিন্তু আমাদের দেশীয়া স্ত্রীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকার ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাহাতে স্ত্রী-পুরুষ এই উভয় জাতির পরস্পরের সাহায্য করা দূরে থাকুক, স্ত্রী দিগের নিমিত্তই পুরুষেরা সম্যকরূপে উন্নতির পথে উত্থিত হইতে পারিতেছেন না।

দয়াময় জগদীশ্বর উন্নতি সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া পুরুষজাতি স্ত্রীদিগকে আপনাদিগের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে যতদিন পর্য্যন্ত না বিমুক্ত করিতে পারিবেন এবং তঁাহাদিগকে বিদ্যালোকে আলোকিত করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা না হইবে; ততদিন পর্য্যন্ত তঁাহাদের হৃদয় জ্ঞানে ধর্ম্মে বিভূষিত হইবে না। পুরুষ জাতি আপনাদের ভগ্নীদিগের প্রতি যতদিন পর্য্যন্ত না পবিত্র ভাবে দৃষ্টি ও সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিতে পারিবেন এবং স্ত্রীলোকেরাও ভ্রাতাদিগের নিকট সম্মাননার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন জাতি সম্যক-

রূপে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাশিক্ষা উন্নতির একটি প্রধান সোপান। যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি লাভ করিতে না পারিলে কোন প্রকারেই প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায় না।

স্বাধীনতা উন্নতি লাভের আর একটি প্রধান উপায়। ইহা না থাকিলে মানব জীবনই বৃথা। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশীয় স্ত্রীদিগের এইটি নাই। ইহা পুনরায় লাভ করিতে ও ইহার সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতে প্রথমতঃ অন্যান্য প্রকার উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে আবশ্যক করে। ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকেরা বহুকাল হইতে অন্তঃপুরে নিবদ্ধা থাকাতে ও জড়ের ন্যায় কাল যাপন করিয়া আসাতে তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতার ভাব অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য তাঁহারা আপনার বিবেচনায় কোন কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। অতএব অধিক পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা, ধর্ম্মোন্নিতি, জ্ঞানোন্নতি ও মানসিক স্বাধীনতা নিতান্ত আবশ্যক। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার ইত্যাদি অত্যন্ত আবশ্যক করে।

শ্রীসৌদামিনী কাস্তগিরি।

পশম।*

শুনগো পশম তুমি মম হিতকারী।
তোমার যে গুণ আমি বর্ণিতে না পারি॥
হিমালয়ে জন্ম তব আহা মরি মরি।
সতত নিকটে থাক হয়ে সহচরী॥
যখন করেতে আমি করিগো ধারণ।
হৃদয়ের চিন্তা যত হয় নিবারণ॥
রূপের কি তুল্য আছে অতি চমৎকার।
ক্যাম্‌ বিশ উপরে সদা দিতেছ বাহার॥
কমল সদৃশ অঙ্গ কত রূপ ধর।
নীল লাল কত রঙ্‌ শোভে থর থর॥
রাজ মকুটেতে যথা হীরা শোভা পায়।

* দুই তিন মাস হইল আমাদিগের মাননীয়া লেখিকা পশম বিষয়ক এই পদ্যটী এবং তৎসঙ্গে স্বহস্ত রচিত নানাবিধ মনোরম পশমের শিল্প কার্য্য উপঢৌকন স্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট যেরূপ বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ, এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার শিল্প কার্য্য গুলি প্রদর্শন জন্য আমরা রাখিয়াছি।

কামিনীর হাতে তোমা সেরূপ দেখায়॥
ছাগ মেষ লোমে তব শরীর ধারণ।
ফল ফুল পশু পক্ষী করে যত জন॥
জামা মোজা গলাবন্ধ টুপী কত মত।
আসন গালিচা মোড়া হয় কত শত॥
রূপ গুণ সমতুল্য দেখিবারে পাই।
তোমাকে হেরিয়া আমি নয়ন জুড়াই॥
প্রিয় সখী হয়ে কর নিকটেতে বাস।
তিলেক বিচ্ছেদে আমি করি হা হুতাশ॥
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন।
তোমার ওরূপ দেখি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
যে গুণেতে তুষিয়াছ চিত্ত চিরদিন।
এখন সে রূপ দেখি নহে শোভাহীন॥
প্রভাতে অথবা বেলা শেষের সময়।
যখনি তোমারে হেরি সুখোদয় হয়॥
নিশিতে নক্ষত্র পুষ্প শশীর কিরণ।
তোমার রূপের কাছে হয় সে তুলন।
যখন সন্তাপে মন দগ্ধ হতে থাকে।
সুশীতল হয় যদি স্পর্শিলে তোমাকে॥
অবলার প্রিয় বস্তু বন্ধু তুমি অতি।
তোমাকে যতনে রাখে যত কুলবতী।
মূল্যেতে কিনিয়া রাখে বাস্কের ভিতর,
অমূল্য বলিয়া তবু করে সমাদর।
নিজ প্রাণ হতে সখী না ভাবিগো ভিন্ন।
তোমার প্রণয় ডোরে বাঁধা চিরদিন॥
নয়নের দৃষ্টি গেল হেরি তব রূপ।
তথাপি তোমার প্রতি না হই বিরূপ॥
পশম শুনিলে কানে সুখ হয় কত।
দিবা নিশি আছি সখী তোমাতেই রত॥
তুমি ছাড়া হলে সুখ নাহি পাই মনে।
তোমারে সাজাই সখী বিবিধ যতনে॥
কিন্তু সাজিলেই সখী আমারে না চাও।
পরেরে করিতে সুখী পরবাসে যাও॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

শ্রী

বামাবোধিনী পত্রিকা।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৭ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৯ | ৮ম ভাগ

ভারত আশ্রম।

অনেকে বোধ করি শুনিয়াছেন যে কলিকাতায় এক আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। গত মাঘ মাসে বেলঘরিয়া গ্রামে ইহার সূত্রপাত হয়। দুই মাস পরে উহা স্থানান্তরিত হইয়া, কাঁকুড়গাছীস্থ রাণী স্বর্ণময়ীর উদ্যান বাটীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তথাহইতে এক মাস হইল উহা কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে। এই আশ্রমের নাম “ভারতাশ্রম”। আশ্রম কি, ইহাতে কি হয়, ইহা দ্বারা দেশের বিশেষ কি উপকারের সম্ভাবনা তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। এজন্য পাঠিকাগণের গোচারার্থ আমরা ভারতাশ্রমের সম্বন্ধে দুই পাঁচটী কথা বলিতে উদ্যত হইলাম।

বঙ্গদেশের যে রূপ হীনাবস্থা, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যেরূপ বিকৃত ভাব এবং সাধারণতঃ সমস্ত পরিবার মধ্যে যে রূপ অশান্তি, তাহাতে সম্পূর্ণ গৃহসংস্কার ও গৃহশুদ্ধি ভিন্ন মঙ্গলের আশা নাই। যেখানে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন নহে এবং জ্ঞান ধর্ম্মে বিপরীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত কলহ বিবাদে তৎপর, সেখানে প্রকৃত উন্নতি ও শান্তি স্থান পায় না। যখন পুরাতন হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কার এদেশে প্রবল ছিল, তখন নর নারীর একই ভাব ও এক রীতি ছিল। সুতরাং তাহারা এক প্রকার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে হিন্দু সমাজের পত্তন ভূমি বিকম্পিত হইয়াছে এবং রীতি পদ্ধতি আচার ব্যবহার, এমন কি মনের সংস্কার ও রুচি পর্যন্ত আন্দোলিত হইয়াছে। এ অবস্থায় ভগ্ন হিন্দু সমাজকে পবিত্র ধর্ম্ম এবং উন্নত জ্ঞান অনুসারে পুনরায় গঠন করা আবশ্যক।

এই উদ্দেশ্যেই ভারতাশ্রম খোলা হইয়াছে। কয়েকটী পরিবার নিয়মিত উপাসনা, বিদ্যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসাধন দ্বারা বালক যুবা বৃদ্ধ সকলকে উন্নত করা ও সকলের মধ্যে শান্তি বিস্তার করা সংস্থাপকদিগের লক্ষ্য। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়, যে কি রূপে শরীর মন ও আত্মাকে রক্ষা করিতে হয়; পরস্পরকে ভাই ভগিনী বলিয়া ভাল বাসিতে হয়; কি রূপে পিতা মাতার সেবা ও সন্তান পালন করিতে হয়; ও কি রূপে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিতে হয়, তাহা সকলে শিক্ষা করেন। আদর্শ অতি উচ্চ, লক্ষ্য মহান্, আশ্রমাধ্যক্ষেরা যে সম্পূর্ণরূপে একেবারে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এমত শুভ কার্য্যে যতটুকু [illegible] ফলে তাহাই আনন্দের বিষয়।

আশ্রম মধ্যে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাঁহারা বাস করেন। উপাসনা বিদ্যাশিক্ষা ও আহার সাধারণ স্থানে নির্ব্বাহিত হয়। বায়ু সেবনের জন্যও সাধারণ ছাদ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান সংসার সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা।—

৬ টা হইতে	৭ পর্য্যন্ত	পাঠ
৭ টা ...	৮ ...	স্নান
৮ টা ...	৯৷৷০ ...	উপাসনা
৯৷৷০ ...	১০ ...	গৃহকার্য্য
১০ ...	১০৷৷০ ...	স্ত্রীলোকদিগের আহার
১০৷৷০ ...	১১ ...	পুরুষদিগের আহার
১১ ...	১২ ...	গৃহকার্য্য
১২ ...	৫ ...	বিদ্যালয়

৫ টা হইতে	৬ পর্য্যন্ত	গৃহকার্য্য
৬	৭	বায়ু সেবন
৭	৮	পাঠ
৮	৯	উপাসনা
৯	৯॥০	স্ত্রীলোক দিগের আহার
৯॥০	১০	পুরুষদিগের আহার
১০	১১	পাঠ
১১	৬	নিদ্রা

আশ্রমবাসীদিগকে সময় জানাইবার জন্য প্রত্যূষ হইতে ১১টা রাত্রি পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ঘড়ি বাজান হয় ও আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজে।

ভারত সংস্কার সভা সংক্রান্ত (শিক্ষয়িত্রী) ট্রৈনর্ মাল বিদ্যালয় আশ্রম ভবনে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আশ্রমবাসিনীদিগের পক্ষে বিদ্যাভ্যাসের বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। শনি ও রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ উক্ত বিদ্যালয় খোলা থাকে। এক জন উপযুক্ত ইংরাজ শিক্ষয়িত্রীর হস্তে উহার ভার সমর্পিত হইয়াছে। তাঁহার উপদেশে ছাত্রী দিগের অনেক উপকারের সম্ভাবনা। বাঙ্গালা ভাষাতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। ইহার সহকারী দুইজন সুযোগ্য পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন, তন্মধ্যে এক জন (এম এ) উপাধিধারী। উভয়েই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন এবং ধৈর্য্যশীল ও সচ্চরিত্র। আমরা শুনিয়াছি যে ইংলণ্ড হইতে একজন বিবি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করায় তাঁহার প্রর্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে। বোধ করি দুই তিন মাসের মধ্যে তিনি এ দেশে আসিয়া উক্ত কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন। তিনি এক্ষণে ইংলণ্ডে বাঙ্গালীদিগের নিকট বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং শিক্ষা কার্য্যে সমুচিত নৈপুণ্য লাভের জন্য "ওয়ার্কিং উইমেন কালেজ" নামক বিদ্যালয়ে উপদেশ গ্রহণ করি- তেছেন। তাঁহার যেরূপ জ্ঞান, সাধুতা ও অধ্যবসায় তাহাতে যে এ দেশের অশেষ উপকার করিতে পারিবেন ইহা বলা বা[illegible] বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী আশ্রমে বাস করেন, সুতরাং [illegible] কেবল বিদ্যালয়ে একত্র পাঠ করেন এমন নহে, কিন্তু [illegible]

স্পরের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানালোচনা করেন এবং পরস্পরকে সাহায্য দান করেন।

বিদ্যালয়ে যেমন জ্ঞান লাভ হয়, বামাহিতৈষিণী সভাতে সেই রূপ জ্ঞান চর্চ্চা হয়। এই সভাতে স্ত্রী জাতির উন্নতি সম্বন্ধীয় নানাবিধ গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়, সভ্যেরা আপন আপন মত প্রকাশ করেন, কিম্বা সংশয় উপস্থিত হইলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; সভাপতি মহাশয় কুতর্ক ও কুযুক্তি খণ্ডন করিয়া পরিশেষে আলোচিত বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিয়া দেন। এরূপ সমালোচনা দ্বারা সভ্যদিগের বুদ্ধি পরিষ্কার হয়, কুসংস্কার দূর হয় এবং চিন্তা শক্তি ও ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়।

জ্ঞান উপার্জ্জনের তৃতীয় উপায় পুস্তকালয়, কতক গুলি উৎকৃষ্ট এবং নারীজাতির উপযোগী ইংরাজি ও বাঙ্গলা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। আশ্রমবাসিনীদিগের ইচ্ছা হইলে যথা সময়ে ঐ সকল পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন। দেশীয় বাঙ্গলা সংবাদ পত্র তাঁহাদের ব্যবহার জন্য উক্ত পুস্তকালয়ে রক্ষিত হয়।

আহার বিভাগের তত্ত্বাবধান জন্য এক জন অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহার এক জন বৈতনিক সহকারী আছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় আহারের সমস্ত ব্যবস্থা করেন এবং যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা বিধান করেন। সাধারণের জন্য অন্ন এবং রুটি বরাদ্দ আছে। রোগ বা অস্বাস্থ্য হেতু বিশেষ পথ্যের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকের বিধানানুসারে তাহা দেওয়া হয়। চিকিৎসক মহাশয় আবশ্যক হইলে প্রতি দিন অন্ততঃ একবার আশ্রমে আসিয়া সকল ঘরের তত্ত্ব লইয়া ঔষধ ও পথ্য বিধান করেন।

আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য প্রত্যেকের নিম্ন লিখিত পরিমাণে মাসে মাসে টাকা দিতে হয়:—

পূর্ণ বয়স্ক	... ...	৬
১০ বৎসরে ন্যূন বালক বালিকা	...	৩৸০
দুগ্ধ পোষ্য	... ...	১৷৷০
ভৃত্য	... ...	৪৷০

খাবার আদির ব্যয় প্রত্যেকের আপনার আপনার। ঘ... তম্য অনুসারে নিরূপিত হয়।

আর এক জন অধ্যক্ষের হস্তে উপাসনার ও ধর্ম্ম শাসনের ভার আছে। প্রাতঃ কালে তিনি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা প্রণালী অনুসারে উপাসনা কার্য্য সমাধা করেন। উপাসনা ঘর অতি প্রশস্ত, তাহার এক দিকে পুরুষেরা অপর পার্শ্বে স্ত্রীলোকেরা উপবিষ্ট হন। প্রতিদিন প্রায় ৪০। ৫০ জন নর নারী একত্র হইয়া সমস্বরে ও এক হৃদয়ে পরম পিতার পূজা করেন; ইহা দেখিলে হৃদয়ে অপার আনন্দের সঞ্চার হয়। সে সুন্দর মনোহর দৃশ্য অবলোকনে ইচ্ছা হয় এই সংসর্গে জীবন যাপন করি। এই উপাসনার ভাব যখন আশ্রমের নরনারীদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিবে, তখন উহা স্বর্গতুল্য হইবে। সত্য বটে ভারতাশ্রমে এখন অনেক ক্রটী দোষ আছে এবং অধর্ম্ম অসদ্ভাবও অনেক পরিমাণে লক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা আশা করি ঈশ্বরপ্রসাদে কাল ক্রমে এসমস্ত দোষ সংশোধিত হইবে, সকল অভাব পূরণ হইবে, পুণ্য ও প্রেম প্রতি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বর করুন্ যেন এই ভারতাশ্রম তাঁহার পবিত্র পরিবারের আদর্শ স্বরূপ হয়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

(১০৬ সংখ্যা ৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

অনেকে বলিতে পারেন গৃহিণীর আবার সংসারের মধ্যে গুরু লোক কে যে তিনি তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন? সংসারের সকলের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা যে নারী তিনিই গৃহিণী, অতএব নারীদিগের মধ্যে গৃহিণীর গুরু লোক থাকার সম্ভাবনা কোথায়? ইহার মীমাংসা এই যে গৃহিণী গৃহের কর্ত্রী ঠাকুরাণী বটেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী, ভাসুর ও স্বামীর যাবতীয় গুরুলোক তাঁহার গুরুলোক ও ভক্তির আস্পদ। বিশেষতঃ অনেক সংসারে দেখাযায় সন্তান কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল হইলে এবং তাহার পিতা যে কোন কারণ বশতঃ কার্য্যে অপটু হইলে সন্তানকেই সংসারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেইরূপ মাতাও কোন কারণ

বশতঃ সাংসারিক কার্য্য সমুদয় বিশেষ যত্ন সহকারে সম্পাদন করিতে অশক্তা হইলে তাহার পুত্রবধূর উপর তাবৎ ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন। এমন স্থলে ঐ পুত্রবধূই সংসারের গৃহিণী। যাহাদের মনে কিছুমাত্র স্নেহ ভক্তি আছে, এই রূপে পিতা মাতা জরাজীর্ণাবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের সেবা করা তাঁহারা সকলেই পরম ভাগ্য করিয়া মানেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা না হইলেও তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য। পিতা মাতা ব্যতীত অন্য আত্মীয় গুরুলোকের ও সেবা করিতে হয়, যথা শাস্ত্রকারকদিগের মতে

মাতা পিতা গুরু শ্রেয়ান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতামহঃ।
শ্বশুরো মাতুল শ্চৈব তথা মাতামহঃ স্মৃতঃ।
পিতুর্জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠশ্চ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠা নিজস্বসা।
পিতুঃ স্বসা জনন্যাশ্চ এতে গুরু জনাঃ স্মৃতা।
পত্ন্যা পিতামহাদীনং তথৈব গুরবঃ স্মৃতা।
এতেষুহি পিতা শ্রেয়ান গুরুরেব মহাগুরুঃ।

মাতা পিতা শ্রেষ্ঠ গুরু, তদ্ভিন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতামহ ও পিতামহী, শ্বশুর ও শাশুড়ী মাতুল ও মাতুলানী মাতামহ ও মাতামহী, পিতার ভ্রাতা ও তৎ পত্নী, নিজ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এবং পিতার ও মাতার ভগ্নী ইহারাও গুরুলোক মধ্যে পরিগণিত। ইহাদিগকে সম্যক্ রূপে মান্য করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য; ইহাদিগের মধ্যে কেহ অসমর্থ ও অসহায় হইলে তাহাকে যথা সাধ্য প্রতিপালন করা এবং যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। ইহার নিয়ম এই যে পিতা মাতা এবং গুরুলোকের প্রসাদে আমার কল্যাণ হইতেছে, এবং তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদিগকে সেবা করিয়া সুখী হইতেছি এইটি মনে করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক গৃহস্থব্যক্তি তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিবে। শাস্ত্রকারকেরা কহিয়াছেন যিনি এই প্রকারে সেবা করেন তিনি স্বর্গ লোকেও সুখানুভব করেন। যে গৃহস্থ গুরুলোকের সেবা না করে, তাহারত কথাই নাই, কিন্তু সেবা করিয়াও যে তাঁহাদিগের প্রসাদে সেবা করিতেছে এমন বিবেচনা না করিয়া আমি এই সকল সৎকর্ম্ম করিতেছি এমন মনে অভিমান করে সেই নিন্দনীয়। আহা! কি চমৎকার নীতি কৌশল! যে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাকে আর

কিছু অধিক শিক্ষা দেওয়া বাহুল্য। তথাপি পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষা বিষয়ক কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার মর্ম্ম লেখা যাইতেছে, যথা,

মাতরং পিতরং চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নত ঃ॥

গৃহীব্যক্তি মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা রূপে জানিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা করিবে।

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজন মেবচ।
তত্তৎ সময় মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥

বসিবার কালে আসন, আহার করিবার কালে অপূর্ব্ব ভোজনীয় বস্তু, পরে তৃষ্ণার সময় শীতল জলাদি, পরিধানের সময়ে অপূর্ব্ববস্ত্র, শয়ন করিবার কালে মৃদুস্পর্শ শয্যা প্রস্তুত করিয়া মাতা পিতার আজ্ঞামত তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত করিবে।

শ্রাবয়ে ন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয় মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারীস্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥

সর্ব্বদা পিতা মাতাকে নম্রবাক্য শ্রবণ করাইবে, তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্য সমাচরণ করিবে ও তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারী হইবে; যে পুত্র এইরূপ করে সেই সাধু পুত্র এবং তাহাদ্বারা কুল পবিত্র হয়।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ চাপল্যং বহুভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতং॥

যে আপনার হিত ইচ্ছাকরে সে পিতামাতার নিকট উদ্ধত ভাব প্রকাশ করিবে না, পরিহাস এবং চাপল্য ত্যাগ করিবে, বহুভাষণে নিরস্ত হইবে অর্থাৎ সাজান বা অনাবশ্যক কথা কহিবে না।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ স সংভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥

পিতা মাতাকে দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সংভ্রমের সহিত দণ্ডায়মান হইবেক, তাঁহাদের আজ্ঞাবিনা উপবেশন করিবে না এবং সর্ব্বদা পিতার শাসনে সংস্থিত থাকিবে।

বিদ্যাধন মদোন্মত্তোন কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
সযাতি নরকং ঘোরং সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যামদে বা ধনমদে উন্মত্ত হইয়া পিতা মাতাকে অবহেলা করে সে সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে যায়।

মাতরং পিতরং পুত্রদারানতিথি সোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥

কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও মাতা পিতা অতিথি ভ্রাতা পুত্রকন্যা স্ত্রী ইহাদিগকে অন্ন না দিয়া গৃহীব্যক্তি কখনই ভোজন করিবেক না।

গৃহীব্যক্তির যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য তাহা শাস্ত্রকারকেরা উক্তরূপে কহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ধর্ম্ম লাভ হয় এবং সংসারের সুখ হয়। যে সমুদয় কার্য্য গৃহীব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইল, সে সমুদায়ই গৃহিণীরও কর্ত্তব্য। গৃহস্থ যেমন তাহার পিতা মাতা বা অন্য গুরুলোককে শ্রদ্ধাভক্তি সম্মান করিবেন, গৃহিণীও তাহার শ্বশুর শাশুড়ী বা অন্য গুরু লোককে তদ্রূপ বরং তদধিক শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করিবেন এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিশেষতঃ পুরুষের অর্থো-পার্জ্জনই প্রধান কার্য্য সুতরাং তদনুরোধে সংসারের কোন বিষয়ের বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে তাহার সুবিধা হয় না। অতএব সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যায়, তাহার সমস্ত ভারই গৃহিণীর উপর পড়ে। গৃহিণীরই কর্ত্তব্য যে তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর বা অন্যান্য গুরুলোকের যখন যাহা আবশ্যক তাহা মনে বুঝিয়া তাহাদিগকে আসন শয়ন বস্ত্রপান ভোজনাদি প্রদান করেন।

যে সংসারে গুরুলোকের যথোচিত ভক্তি ও সেবা করা হইয়া থাকে, সে সংসারের সুখের সীমা নাই। পিতা মাতা এবং সন্তান সন্ততির মধ্যে পরস্পর প্রীতিভাবের যে সুন্দর প্রবাহ বহিতে থাকে তাহা কর্কশ বা কটূক্তি বিবাদ বা কলহ দ্বারা কদাচ অবরুদ্ধ হয় না। জনক জননীর সমক্ষে সন্তানের হৃদয়ের ভক্তি ও বাৎসল্য ভাব সর্ব্বদা ভাসমান হইতে থাকে। পিতা মাতার মনোরঞ্জন করা, তাঁহাদের আজ্ঞা মাত্র তৎ-সম্পাদন করা, তাঁহাদের অনুমোদনসূচক সদয় হাস্যে পুলকিত

হওয়া, এবং কোন কার্য্য দ্বারা তাহাদের অসন্তোষ মাত্রের কারণ নাহওয়া সংসারের সকল সন্তানেরই নিয়ত এই লক্ষ্য হইবে। সন্তান ভক্তি করিয়া তাহার পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাহাদিগের মনে যেরূপ সুখ অনুভব হয় তেমন সুখ আর কিছুতেই হয় না। সে সুখ এমন সুমধুর যে এই জীবন নানা ক্লেশবশতঃ যদিও বিষ ভাণ্ডবৎ বিবেচনা করা যায়, তথাপি তাহার মধুরতা প্রভাবে ইহাই যেন অমৃতের আধার বোধ হয়। ইহা দ্বারা পিতা মাতার হৃদয় কি শোকে কি রোগে কি মৃত্যুশয্যায় যেন আনন্দ সলিলে ভাসিতে থাকে। পিতা মাতার হৃদয়ে এমন সুখ প্রদান করা কি অল্প সৌভাগ্যের ফল!

নীতি গর্ভ উপন্যাস।

একদা কোন তৃষ্ণাতুর ঘুঘু এক নদীতীরে জল পান করিতে করিতে দেখিল একটী পিপীলিকা জলে ভাসিতেছে এবং তটে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যৎপরোনাস্তি কষ্ট করিয়াও বিফল হইতেছে। পিপীলিকার অবস্থা দেখিয়া ঘুঘুর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। সে তৎক্ষণাৎ এক গাছি তৃণ আনিয়া তীর সংলগ্ন করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। পিপীলিকা সেই তৃণাবলম্বনে অনায়াসে সহর্ষে ও দ্রুতবেগে তীরে উত্তীর্ণ হইল। মানুষের ন্যায় পিপীলিকা অকৃতজ্ঞ নহে, সে বন-কপোতের সেই উপকার স্মরণ করিয়া তীর দিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে এমত সময় দেখিল জনৈক ব্যাধ তাহার উপকারী পক্ষিবরকে শিকারার্থ নিঃশব্দে পদসঞ্চালন করিতেছে। ব্যাধ স্থির হইল, পিপীলিকাও তাহার নিকট অগ্রসর হইল। ব্যাধ যেমন নির্য্যাস সংযুক্ত যষ্টির অগ্রভাগ পক্ষিগাত্রে স্পর্শ করিতে যাইবে, পিপীলিকা তাহার পাদদেশে উঠিয়া সজোরে দংশন করিল। ব্যাধ চমকিয়া উঠিল, পক্ষী টের পাইয়া উড়িয়া গেল। উপকার করিলে অত্যন্ত হীনজন হইতেও উপকৃত হওয়া যাইতে পারে।

২। প্রভাতে কোন কুক্কুটী শাবক গণ লইয়া গোশালায় বিচরণ করিতে-

ছিল। শাবকগণ তাহার অনুগামী হইয়া খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে একটী কূপ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। কুক্কুট মাতা সম্মুখস্থ বিপদ দেখিয়া অন্যদিকে শাবকগণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে এই বলিয়া সকলকে উপদেশ দিল "তোমরা দেখিও, কখন এই কূপের নিকট আসিও না—আসিলে ইহার অভ্যন্তরস্থ শত্রু তোমাদিগের প্রাণ সংহার করিবে।" এই রূপ নিষেধ করিয়া মাতা চলিয়া গেল। সময়ান্তরে একটী সাহসী কুক্কুট-শাবক কূপসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ভাবিল 'মাতা স্ত্রীসুলভ ভয়ে আমাদিগকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। কই এখানে তো কাহাকেও দেখিতে পাই না। আর যদি কেহ থাকে স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহা হইতে বিমুখ হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। বোধ হয় আমার বল বিক্রম মা জানেন না। দেখিই না ইহার ভিতর কি আছে।' এই কথা বলিয়া যেমন কূপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিবে দেখিল অন্য একটী কুক্কুট তন্মধ্যে তাহার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে। কুক্কুটের ক্রোধ জন্মিল এবং শরীর স্ফীত হইল। প্রতিবিম্বিত কুক্কুটকেও তদ্রূপ দেখা গেল। তখন শাবকটী যুদ্ধার্থ তাহার প্রতি ধাবমান হওয়াতে কূপমধ্যে নিপতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। অজ্ঞানের নিকট হিতকথা বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। যে অহঙ্কারে আপনার হিতকারীর সতর্কতা বাক্য না শুনে, তাহার নিশ্চয়ই বিপদ্ ঘটে।

৩। একটী বালক কূপের ধারে বসিয়া রোদন করিতেছিল। একজন চোর তথায় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বালককে তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল 'দড়ি ছিঁড়িয়া একটী রূপার ঘটি কূপ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।' চোর সান্ত্বনা বাক্যে কহিল তাহার জন্য ভাবনা কি? আমি তোমার ঘটি তুলিয়া দিতেছি। বলিয়া বসনাদি কূপধারে রাখিয়া কেবল কৌপীনধারী হইয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিল। জল মধ্যে কতক্ষণ খুজিয়া খুজিয়া হতাশ হইল, কিছুই পাইল না। উপরে উঠিয়া দেখে, সে বালক নাই তাহার বস্ত্রাদিও নাই। সেই ধূর্ত্ত বালক চোরের উপরে বাটপাড়ি করিয়া গিয়াছে।

৪। নদী তীরে বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে কোন কাঠুরিয়ার হস্ত হইতে

কুঠার স্খলিত হইয়া নদীর মধ্যে পতিত হইল। কাঠুরিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া কুঠার অন্বেষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই পাইল না। পরে দরিদ্র কাঠুরিয়া তীরে বসিয়া জীবিকা সাধনস্বরূপ সেই কুঠারের জন্য রোদন করিতে লাগিল। জলদেবতা বরুণ সদয় হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। কাঠুরিয়া আপন শোকের কারণ বিজ্ঞাপন করিলে দেবতা জলে নিমজ্জিতা হ' নন। পুনরায় উত্থিত হইয়া এক খানি স্বর্ণ কুঠার কাঠুরিয়াকে প্রদর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কুঠার কি তোমার? কাঠুরিয়া অস্বীকার করিলে বরুণ দেব আবার জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক খানি রূপার কুঠার উত্তোলন করিলেন। কাঠুরিয়াকে পুনর্ব্বার তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে এবারেও তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং দেবতাকে আর একবার জলতলস্থ হইতে হইল। এবারে তিনি সেই স্খলিত লৌহ কুঠার উত্তোলন করিয়া কাঠুরিয়াকে প্রদর্শন করিবা মাত্র তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ কহিল এই আমার কুঠার। বরুণ কুঠার প্রদান করিলেন এবং তাহার লোভ সম্বরণ ও সত্য কথনের পুরস্কার স্বরূপ সেই দুই স্বর্ণ ও রজত কুঠারও তাহাকে দান করিলেন। কাঠুরিয়া মহানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বর্ণ ও রজত কুঠার লাভের বিবরণ প্রচার করিয়া দিল। অনন্তর অপর এক কাঠুরিয়া সেই নদীতীরে কাষ্ঠ আহরণার্থ আগমন করিল। বৃক্ষচ্ছেদন করিতে করিতে সে আপনি কুঠার খানি জলে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্ব কাঠুরিয়ার ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বরুণ সমুপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় জলমগ্ন হইয়া তাহার জন্যও এক খানি স্বর্ণ কুঠার আনয়ন করিলেন। স্বর্ণকুঠার দেখিবামাত্র কাঠুরিয়া মহোল্লাসে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইল এমত সময় বরুণ বারিরাশিতে মিশাইয়া গেলেন। যাইবার সময় এই কথাটী বলিয়া গেলেন 'আমার পুরস্কার সাধুদিগের জন্য, দুষ্ট লোকদিগের জন্য নয়।' তিনি আর পুনরুত্থান করিলেন না। কাঠুরিয়া পূর্ব্ব সম্বল কুঠার খানি বিসর্জ্জন দিয়া রিক্তহস্তে মহাদুঃখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাম ধনু।

উঠিয়াছে রামধনু রঞ্জিত বরণে,
জয়ের নিশান ওই গগণে শোভিত;
এই বেলা দেখ নর সার্থক নয়নে,
নহিলে বিলীন হায় হইবে ত্বরিত।

পেয়েছ কি মেরাজ! এই পুরস্কার,
ভাঙ্গিয়া হরের ধনু জনক সদনে?
কেন তবে বলে লোকে এ ধনু তোমার?
কোরেছে বিচার ভাল তারা মনে মনে!

সূর্য্য বংশে জন্ম তব বিদিত ভুবনে
তাই কি মিলাও ধনু তপন বিভায়;
নমে তারে বামাকুল ভক্তির হৃদয়ে,
উদ্ধার করেছ যাহে পবিত্র সীতায়?

সুরপুর শশিকলা, শোভার ভাণ্ডার,
কত মুক্তা মণি রত্ন, প্রবালে খচিত!
পাঠায়েছে ইন্দ্র কিবা করি অহঙ্কার,
সূর্য্যেরে দেখাতে শোভা বরণ রঞ্জিত।

দেখাইতে নররাজ্যে অমরার ধন,
লোভিতে হৃদয় তার ত্রিদিবের পানে,
কি ছত্রে শোভিত হয় স্বর্গের তোরণ,
কতই মোহন শোভা বিরাজে সেখানে!

এই বটে সুর রাজ যোগ্য শরাসন,
কি ধনে গড়েছ মরি এ চাপ রতনে!
পাঠাও না সুধীবরে ভাঙ্গিতে কখন,
ভাঙ্গিতে এ সুখভ্রম মানবের মনে।

চাহিনে ভাঙ্গিতে ভ্রম অর্জ্জিত শৈশবে,
কেন এ নির্ম্মিত দেশ স্বর্গ মর্ত্ত্য মাঝে ?
নাবে হেথা সুকুমারী সুরবালা সবে,
দেখিতে ধরণী শোভে কি সুন্দর সাজে।

কোথা এ তাবের কাছে, সুধী উপদেশ
এমন মোহন কান্তি হয় কি কারণ ?
পারে কি পরাতে তায় হেন চারু বেশ
তোমায় ও গায় ধনু পূরিত রতন।

প্রকৃতি বদন হোতে যখন বিজ্ঞান,
সুমোহন আবরণ করে বিমোচন ;
প্রবেশে তখন মনে কি নীরস জ্ঞান,
ভাঙ্গি যায় কত হায় সুখের স্বপন।

তবুও সে, ধনুরাজ কবির অন্তর,
মাতিবে আনন্দে মহা দেখিয়া তোমায়,
মন তার নাচে হেরি কুহক সুন্দর,
বিজ্ঞানে সে করে তুচ্ছ স্বভাব শোভায়।

হরষে ধরণী তোমা করে ধূপ দান,
চাতকে তোমার গীত গায় উচ্চ রবে ;
মোহিত মানবে করে শোভার বাখান,
সহাস্য ক্ষেত্রের পরে ভাস তুমি যবে।

শিশু কালে যে হরষে হেরেছি তোমায়,
আজিও সে মহানন্দে মাতে মোর মন,
যখন তোমার ধনু সুবর্ণ বিভায়,
শোভিয়াছে দেখি চারু অর্দ্ধেক গগণ।

কৌস্তভ রতন তুমি মেঘের হৃদয়ে,
কিন্নরীর চন্দ্রাতপ গিরিদ্বয় শিরে,

কভু বা বিস্থিত হও ধীর জলাশয়ে,*
কিরীটি বারীশ দেবে জলধি গভীরে।

রত্নাকর কত রত্ন দিয়াছে তোমায়,
বাছিয়া মুকুতা মণি চিকণ বরণ;
ক্ষণেক তোমারে যবে ধরে সে মাথায়,
শোভে যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রাজন।

অজ্ঞানে জানে না তোমা ডাকে কি বলিয়া,
তাই সে নানান দেশে নানা কথা কয়,
মোহিত হয়েছে বড় তোমায় হেরিয়া
তবু যদি নাহি হতে ক্ষণেকে বিলয়।

দেখিতে বাসনা যদি মানব তোমার,
চির বাসবের চাপ নয়ন সুস্থিরে;
দেখ গিয়ে ফেণ পুঞ্জ পারাবার ধার,
দেখ ভীম নায়েগ্রার নির্ঝরের নীরে।

সঙ্গীত বিদ্যা।

পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যে সকল বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সংগীত বিদ্যা মানব জাতির চিত্তবিনোদন করিতে যেমন সমর্থ এমন আর কোন বিদ্যাই নয়। কোন্ মাহাত্মা কোন্ সময়ে এবং পৃথিবীর কোন্ দেশে, প্রথমে এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারিণী অপূর্ব্ব বিদ্যার অনুশীলনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া দেখা যায়, যে পুরাকালে কি সভ্য কি অসভ্য কোন জাতিই সঙ্গীত রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিল না। যখন লিখন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যখন অক্ষর বিদ্যা কি অপর চিত্তোৎকর্ষ বিধায়ক কোন বিদ্যার উদয় হয় নাই, তখনও সঙ্গীতশাস্ত্র মানবকুলকে উন্নত পদবীতে অধিষ্ঠিত

* জলাশয় সমুদ্র।

করিয়াছে! অধিক কি, যখন ইতিহাসের জন্ম হয় নাই, এবং প্রাচীন রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ রূপে লোপ হইয়া যাইবার কথা, তখন সঙ্গীতই ইতিহাসের স্থানীয় হইয়া, এই সমস্ত কতক কতক রক্ষা করিয়া আধুনিকদিগের হস্তে প্রদান করিয়াছে। বুঝি প্রকৃতি তাঁহার সন্তানদিগকে শৈশব হইতেই সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত, গভীর ঘননিনাদ নির্ঝরের ঝর ঝর শব্দ, ঝটিকার হুহুঙ্কার, এবং বিহগকুলের কণ্ঠধনি প্রভৃতির আয়োজন করিয়া দিয়াছেন!

সংগীত পবিত্রাবস্থায়, অর্থাৎ যখন ইহা লোকের অসাধু রুচির প্রভাবে কদর্য্য বিষয়ে প্রযুক্ত না হয়, সমাজের যে কতদূর উন্নতিসাধন করে তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহার পর হিতকর পদার্থ আর নয়নগোচর হয় না। যখন রণক্ষেত্রে অশ্বগজব্যূহের বেগ যুক্ত পদসঞ্চালন, মুহু র্মুহুঃ অস্ত্রনিক্ষেপের অশনিপাতসম শব্দ, সৈনিকবর্গের কোলাহল, রণশায়ী আহত যোদ্ধাগণের ভয়ানক আর্ত্তনাদ একত্রিত হইয়া মৃত্যুকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলে, তখন যদি সংগীতের অসামান্য শক্তি যোদ্ধাদিগের অন্তঃকরণে বীররস সিঞ্চন না করিত, কে তথায় তিষ্ঠিতে পারিত, কি তিষ্ঠিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইত? বাস্তবিক, সঙ্গীত যে বীর, করুণ, অদ্ভুত, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস, রৌদ্র ও প্রেম রস উদ্দীপন করিয়া উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, ভয়, হাস্য, ঘৃণা, ক্রোধ ও অনুরাগ উত্তেজিত করিতে পারে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পবিত্রাবস্থায় সংগীত সংসারের যেমন হিতসাধন করে, তেমনি অপবিত্রাবস্থায় ইহার দ্বারা অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর আদিমনিবাসীদের ক্রমশঃ যত জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি হইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভোগাভিলাষ, বিলাসপ্রিয়তা প্রভৃতির সঞ্চার হইতে লাগিল, এবং অর্থলোলুপ গায়কেরা, বিলাসাসক্ত ধনিগণের চিত্তবিনোদন মানসে, তাহাদের প্রবৃত্তির অনুরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া গান করিত, তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজেরও সেই রূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইত। সুতরাং এই অর্থলোভী গায়কদিগের দোষেই, সংগীতের পবিত্রভাব তিরোহিত হইয়া, ক্রমশঃ অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইল। সংগীত এইরূপে

জঘন্য হইয়া আসিল, সাধু ও পণ্ডিত লোক ইহার উৎসাহ দান কর নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা ইহার আলোচন করিতেন ও ইহার অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন; কিন্তু সংগীত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক হওয়াতে তাঁহারা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে গায়কদিগের দোষ গুণেই সংগীত অপকারী ও উপকারী হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সংগীত যে মহোপকারী তাহার সন্দেহ নাই। সংগীত, কি উৎকৃষ্টাবস্থা কি নিকৃষ্টাবস্থা, যে অবস্থায় থাকুক না কেন, ইহা দ্বারা প্রবৃত্তিনিচয় যে উত্তেজিত হয়, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। সংগীতের এবম্বিধ উচ্চ ক্ষমতা ও রিপু কুলকে বশীভুত করিবার বিশেষ উপযোগিতা থাকাতেই অপর দুরূহ বিদ্যা গ্রহণে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে, ঈশ্বর আমাদিগকে সংগীত রসাস্বাদনে সমর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ণের সহিত শব্দের এমনি অদ্ভুত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, যে কোন প্রকার সুস্বর শ্রবণ করিলে আমরা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারি না; সুস্বরের উৎপত্তি হইলে আমাদিগের মন স্বতই তদভিমুখে ধাবমান হয়। শব্দেতে ও শ্রবণেন্দ্রিয়েতে এই প্রকার চমৎকার সম্বন্ধ সন্দর্শন করিয়া, পূর্ব্বকালীন লোকে কত প্রকার অদ্ভুত উপাখ্যান রচিয়াছেন, এপ্রকার প্রবাদ আছে, যে এক ব্যক্তি, সমুদ্রে পোত হইতে বংশিধ্বনি করিয়া, তাহার সুমধুর স্বর দ্বারা নানা প্রকার জলজন্তুকে আকর্ষণ করিত; কেহবা স্বীয় কণ্ঠনিঃসৃত সুধাময় সংগীত দ্বারা নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতীকার করিত; এবং কোন সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তি আপন অলৌকিক গান্ধর্ব্ব বিদ্যাবলে সহস্র মনুষ্যকে উন্মত্ত করিতে পারিত। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রভাবে পাষাণ দ্রবীভূত হওয়া, মৃত জীবিত হওয়া, অকস্মাৎ প্রচণ্ড অগ্নির উৎপত্তি এবং বৃষ্টির আবির্ভাব হওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া শ্রুতি আছে, এবং অদ্যাপি অনেকে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গান দ্বারা পাষাণ গলিয়া যাইবার